নিদ্রা

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

নিদ্রা।

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
বিরচিত।

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১০

Kuntaline Press, Calcutta.

উৎসর্গ পত্র।
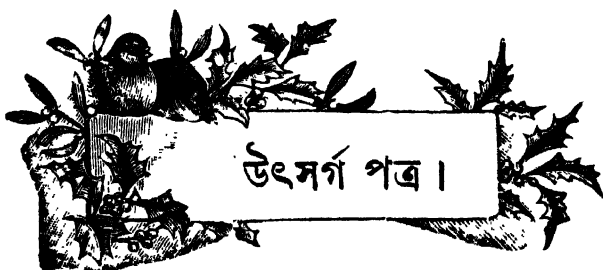
যাঁহার প্রফুল্ল বদন কখনও রক্তজবা-রাগ ধারণ করে নাই, যাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে কদাচ হিংসানল প্রজ্বলিত হয় নাই, যাঁহার সস্নেহ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পুত্রগণের সতত ভক্তি আকর্ষণ করিত, যাঁহার বাৎসল্যভাব অনুগত জনকে সদা বিমোহিত করিত, যাঁহার উদার হৃদয়ে অবিরত শক্তি বিরাজ করিত, সেই মহানুভব সদাশয় সজ্জনপ্রতিপালক দারবঙ্গগৌরব মহেশভক্ত মহেশচরণগত বদান্য মহেশচন্দ্রানুজ সিংহোপাধিবিভূষিত কৈলাসচন্দ্রনাম-খ্যাত পরমপূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রিয়পুত্র গুণধর উপেন্দ্র অকালে কালকবলিত হওয়ায় ধরামাঝে পুত্রস্নেহের জাজ্বল্যমান উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন নিমিলিতনেত্রে বিষণ্ণ-মনে পঞ্চদশ দিবস যাপন করতঃ পরিশেষে কৈলাসপতি বিশ্বনাথচরণ ধ্যান করিতে করিতে এই অশান্তি পরিপূর্ণ রোগরেণু-বিকীর্ণ লোকাবাস হইতে চিরবিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বক্লেশ-নিবারিণী শান্তিময়ী মহানিদ্রার আরামপ্রদ ক্রোড়ে চির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অসহ্য পিতৃশোক হৃদয়কে সতত দগ্ধ করিতেছে। হায়! সেই অনন্তবৈচিত্রময় বিস্তৃত জগৎ নেত্রপথে পূর্ব্ববৎ

অবিরত বিরাজিত র'হিয়াছে ; দিবার পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবা পূর্ব্ববৎ আসিতেছে ও যাইতেছে। দেব বিভাবসু পূর্ব্ববৎ সমুজ্জ্বল কিরণজাল বিতরণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া জগতকে হাসাইতেছে। সুবিমল শশধর নয়নানন্দ তারকারাজি পরিবেষ্টিত হইয়া সুস্নিগ্ধ জ্যোতিতে তাপিত জগৎকে পূর্ব্ববৎ সুশীতল করিতেছে। সুমধুর গায়ক কোকিলকলাপ প্রাণহর কুহুতানে শ্রোতার প্রাণমন পূর্ব্ববৎ মুগ্ধ করিতেছে। অহো! জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যরাশি পূর্ব্ববৎ পরমপিতা পরমেশ্বরের মহিমাপক্ষে নিয়ত সাক্ষ্য দান করিতেছে। কিন্তু আমার নিকট সে সব সৌন্দর্য্য আজ কোথায় ? আমি ত এই বিশাল জগতে পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিতেছি এবং পূর্ব্ববৎ অনন্তবৈচিত্র নিরীক্ষণ করিতেছি, তবে সেই মনোহারিতা আজ কোথায় ? নিশাভাগের হাস্যবদন দেব শশধরের অমীয় মাখা মুখপঙ্কজে আজ সেই তৃপ্তি-কারিতা কোথায় ? দেব বিভাবসুর অন্তর্ধান কালে অসীম আকাশ পূর্ব্ববৎ বিবিধ শোভায় শোভমান হইতেছে, তবে আজ সেই মনোহারিতা কোথায় ? তাই ভাবিতেছি যে, হৃদয় যে আজ নিরানন্দ, আজ হৃদয় যে জগদাগ্রগণ্য পরমারাধ্য পিতৃদেবের বিরহ-তাপে তাপিত মহান্ধকারে আবৃত, তাই জগতে আজ সৌন্দর্য্য নাই ; তাই যাবতীয় সৌন্দর্য্যে আজ মনোহারিতা নাই। এখন কোথায় শান্তি পাইব, কোথায় গিয়া ক্ষণেকের তরেও এ দগ্ধ-প্রাণ জুড়াইব, কাহার আশ্রয়ে এই বিরহজ্বালা বিস্মৃত হইব, এই ভাবিয়া সমস্ত জগৎ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। দেখিলাম

শান্তি কোথাও নাই, সুখ কোথাও নাই, মনোহারিণী কোথাও নাই, পর্ব্বতপ্রান্তে নির্ঝরিণী পাশে বসিলাম, তাহার সুমধুর কুল কুল ধ্বনি শুনিলাম, কৈ হৃদয় ত গলিয়া গেল না, তাই প্রকৃতি দেবীর বিরাট উদ্যান ভ্রমণে শান্তি না পাইয়া প্রাণের উদ্যানে শান্তি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তথায় দেখিলাম বিবিধ চিন্তারূপিণী লতাসকল বিবিধ পুষ্পে সজ্জিত রহিয়াছে। মনের মত যাহা পারিলাম সেই পুষ্প সকল চয়ন করিতে লাগিলাম। এই পুষ্পচয়নে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইতে লাগিলাম; ঐ সকল পুষ্প রাশি একত্র করিয়া একটী পুষ্পগুচ্ছ প্রস্তুত করিলাম; আমি জানি যে, মানব যে বিপদেই পড়ুক না কেন, সে নিদ্রার আশ্রয়ে অবশ্য কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে, তাই নিদ্রাকে শান্তির নিকেতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার পুষ্পগুচ্ছ আমার শান্তির নিকেতন বলিয়া, তাহাকে নিদ্রা নামে অভিহিত করিলাম। আমার আদরের এই পুষ্পগুচ্ছ কোন্ পূজায় অর্পণ করিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব তারপর তাই ভাবিতে লাগিলাম। মনে করিলাম যে, যাঁহার শোকে আজ জগৎ অন্ধকার দেখিতেছি, যাঁহার অন্তর্ধানে আজ স্নেহের ভিখারী হইয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছি, যাঁহার উপদেশ বিনা আজ আমার কার্য্যপথ দুর্গম বলিয়া বোধ করিতেছি, আমি তাঁহারই পদযুগলে এই পুষ্পগুচ্ছ অর্পণ করিয়া পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিব, তাই ভক্তিভরে সেই পুত্রবৎসল জনকদেবের চরণসরোজ পূজায় আমার এই নিদ্রা অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

নিদ্রা।
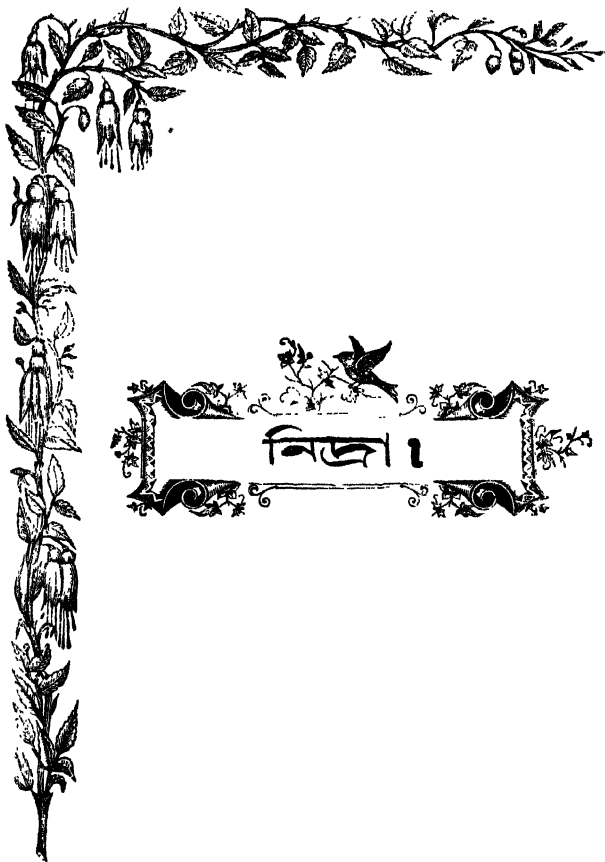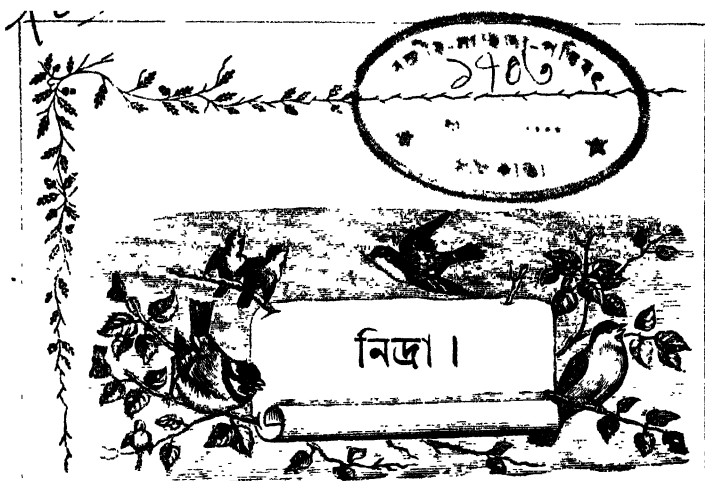
পাঠক! কখনও কি সুখে নিদ্রা গিয়াছ? গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া, সংসার-জ্বালা-সমূহ বিস্মরণ সহকারে অনাস্তিত্ব লাভ করিয়াছ কি? যদি করিয়া থাক, তবে শান্তি-স্বরূপিণী জীবকুল-মঙ্গল-বিধায়িনী মনোরঞ্জনকারিণী নিদ্রাদেবী,—অপার-মহিম মহেশ্বরের মহিমা প্রচার হেতুই যে মর্ত্ত্যধামে আগমন করিয়াছেন, তাহা তোমার বোধগম্য হইয়াছে। এই জন্যই কি 'নিদ্রা' এই শ্রুতি-সুখ-কর শান্তিপ্রদ কোমলতা-পূর্ণ মধুর বচনটী কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বোধ হয়, কে যেন অকি-ঞ্চিৎকর দীন জীবনের শোক-চিন্তানল-প্রজ্বলিত

হৃদয়ে শান্তি-বারি-সিঞ্চন করতঃ ক্ষণকাল জন্য এই বিষম বিভীষিকাপূর্ণ সংশয়-তমসাচ্ছন্ন রোগরেণু-বিকীর্ণ সংসার-মরুকে মলয়-মারুত-সেবিত মনোরম আরামের স্থল বলিয়া প্রতীতি করাইয়া দেয়। যে অদ্ভুত মায়াবিনী নিদ্রার এবম্বিধ অদ্ভুত শক্তি দর্শনে ভাবুক-মনে ভাব-উৎস উৎসারিত হয়, সেই কুহকিনী এই ভব-নাট্য-শালায় জীবগণের সহিত যে কি লীলা-খেলাই খেলিতে থাকে এবং তাহার অনুচরই বা কে এ বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া প্রবৃত্ত হইলাম।

বিরাট-পুরুষ বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টি-নৈপুণ্য অভি-নিবেশপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়-মান হয় যে, অখিলব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জীবজন্তু, উদ্ভিদাদি ও তাহাদিগের গুণ-ধর্ম্ম অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধাদি সম-স্তই বিভিন্ন প্রকার। নিদ্রা সম্বন্ধেও এ বিষয়ের ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। কেন না নিদ্রা, তন্দ্রা, যোগনিদ্রা, মহানিদ্রা প্রভৃতি নানা ভাবভেদ নিদ্রা-মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া সেই কৌশলময়ের কৌশল

সাধন করিতেছে। পরমারাধ্য পরম-পুরুষ-প্রবর্ত্তিত নিদ্রার এই প্রকার-ভেদের বিচার করা মানবের অসাধ্য। তবে সামান্য ক্ষণিক-নিদ্রার বিষয় যৎ-কিঞ্চিৎ বলিয়া দ্বিতীয়খণ্ডে চিরনিদ্রা বা মৃত্যুর বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অয়ি! সদ্যঃ সংজ্ঞাবিঘাতিনি, সদ্যঃ আরামদায়িনি, সর্ব্বক্লেশবিনাশিনি, জগজ্জন-মনোমোহিনি নিদ্রে, তোমার অসাধারণ ঐশিক-শক্তিপ্রভাবে জগৎ চমৎ-কৃত ও বিস্মিত হইতেছে। সতত চঞ্চল জীবগণকে ভুবনমোহনরূপে মোহিত ও মায়া দ্বারা তাহা-দিগের শক্তিহরণ করিয়া অচেতন জড়পদার্থবৎ পরিণত করিতে তোমা ব্যতীত দ্বিতীয়া কোন্ প্রভাবশালিনী মায়াবিনী এই ক্ষিতিতলে অবতীর্ণা হইয়াছে? তোমার রাজত্বকালে মানব সকল শোকজ্বালা বিস্মৃত হইয়া পরম শান্তিভোগ করে। যেমনই তুমি তাহার নিকট হইতে অপসৃত হও, অমনই জলদজালাবৃত-দিনকর-সদৃশ কিম্বা লুক্কায়িত বা ভস্মাবৃত বহ্নিবৎ তাহার অন্তর্হিত শোক-দাবা-নল পুনরায় প্রদীপ্ত-শিখাসহ তাহার দেহমধ্যে

প্রকাশিত হইয়া কলেবর দগ্ধ করিতে থাকে। জন-সমাজে মর্ম্মাহত ব্যক্তিগণের নিকটেই তোমার উদা-রতা ও অগাধ দয়ার সবিস্তর সবিস্তর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমিই দীনজনের প্রকৃত বন্ধু, দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রকাশই তোমার মহত্ত্বের পরিচায়ক।

অসীম ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোনও মহানুভব ব্যক্তি আবির্ভূত হইলে, তাঁহার সেই অভ্যুদয়-কাল যেমন চিরস্মরণীয় হয় ও তৎকালে সমগ্র পৃথিবী যেমন পবিত্রতাময়ী বলিয়া প্রতীয়মানা হয়; তেমনই দিবারাত্র পর্য্যায়ক্রমে সতত ঘূর্ণায়মান এই অনন্ত কালমধ্যে বিভাবরীই তোমার মর্ত্ত্যধামে আবির্ভাবের প্রশস্ত সময় বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রকারগণ তোমাকে নিদ্রাদেবী ও তোমার ভোগ্যমান কালকে নিশা-দেবী এই পূজ্যপদবীতে অভিহিত করিয়া গিয়া-ছেন। দেবীর পূজাকালে পুরোহিতগণ মুদ্রিত-নয়ন, দর্শক ও পরিচারক বৃন্দ স্তম্ভিত এবং আপামর সাধারণ সকলে শান্তি-সলিলে ভাবের হিল্লোলে নিমজ্জিত হয়। তুমিও দেবী তজ্জন্যই তোমার সেবার সময় আগত হইলে জগতের জীব সমুদয়

যেন ধ্যাননিমগ্ন হইয়া, বিনীতভাবে প্রণতপ্রায় শায়িত ভাব ধারণ করে আহা! এক্ষণে প্রাণী মাত্রেই ধরা-বিলুণ্ঠিত, বাক্শক্তি বিরহিত, বাহ্যজ্ঞান-বিবর্জ্জিত, এবংনিমীলিতনেত্র; যেন কোন নিগূঢ়-ভাবে বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে। সকলেই ত এক্ষণে শয্যায় নিদ্রার মনোরম সুখে বিভোর হইয়া শায়িত, তবে ঘোটক দণ্ডায়মান কেন? বুঝি সে আজ নিদ্রাদেবীকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া সাধ পূর্ণ করিবে বলিয়াই নয়ন মুদ্রিত করিয়া দেবীর আরা-ধনা করিতেছে। শৃগালাদি চতুষ্পদ, বাদুড়াদি স্তন্যপায়ী এবং আরও কতকগুলি নিশাচর-জীব এই সময়ে নাস্তিকাকার অসার চীৎকার দ্বারা শান্তি-ময়ীর শান্তি ভঙ্গ করিতে থাকে; যথার্থ বটে; কিন্তু তাহাদের সে ভাব অগৌণে বিদূরিত হয়; তাহারা যেন কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া দিবাগমে শান্তিদায়িনী দেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে শায়িত হয়। ঐ দেখ বিশাল বিটপিশাখায় বাদুড় ঊর্দ্ধপদে, অব-নত-মস্তকে, যেন দেবীর উপাসনা কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আহা! নিদ্রাদেবীর কি অসাধারণ ক্ষমতা! কি অলৌকিক কৌশল! সর্ব্বসংহারক কাল জীবকুলের জীবন বিনাশ করতঃ উহাদিগকে যে অবস্থায় অবস্থাপিত করে, নিদ্রা জীবের জীবদ্দশা মধ্যেই সেইরূপ দৃশ্যের অবতারণা করিয়া স্বকীয় মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে কি রাজা, কি প্রজা; কি ধনী, কি নির্ধন; কি উত্তম কি অধম; সকলেই সমবস্থ হয়; কিন্তু নিদ্রাদ্বারা জীবিতকালমধ্যে সেই ভাবের আবির্ভাব হয়, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যেন নিদ্রা মানবগণের বিস্ময়কর নানাবিধ চিত্র সমূহ মানব-নেত্রপথে বিভাসিত করিয়া অবিরত জ্বলন্তভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, সেই অলৌকিকগুণসম্পন্ন অনন্ত-চাতুর্য্যসমন্বিত অনাদ্যনন্তদেব, অখিলেশ্বরের চাতুর্য্য ও নৈপুণ্য অসীম, অসংখ্য এবং ধন্যবাদার্হ। যদ্যপি অনুমান-দুর্গের সীমা অতিক্রম করিয়া চিত্তকে দূরে চালিত করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয়, যদি শোক-দুঃখার্ণব-পতিত ঘৃণার্হ অবস্থাকে উন্নীত করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয়;

কিম্বা যে সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয় জাগ্রতাবস্থায় দর্শন করিতে মানব চক্ষুঃ চির-অসমর্থ, যদ্যপি তাদৃশ অভিনব হৃদয়ানন্দকর মনোরঞ্জন দর্শনরাশি মানবনেত্রপথে উপনীত করিয়া নেত্রের দর্শন-লোলুপতা বা দৃষ্টিলিপ্সার চরম তৃপ্তিসাধন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয়; কিম্বা যদ্যপি সর্ব্ব-প্রকারে মানবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চরম তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাহার সর্ব্ববিধ ইচ্ছা ফলবতী করা কাহা-রও পক্ষে সম্ভবপর হয়; তবে ইহা প্রশস্ত-চিত্তে অনুমোদন করা যায়, যে এতৎ সমস্তই নিদ্রার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সম্ভবপর।

জননী যেরূপ শিশু সন্তানের রোগ, শোক, শ্রান্তি বা সর্ব্ববিধ-মানসিক-আবেগ-সন্দর্শনে বাহু-যুগল প্রসারণ পুরঃসর তাহাকে স্বকীয় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করে, নিদ্রার সে ভাব চিরজাজ্বল্য-মান। কাহার অবিদিত আছে যে নয়নের আনন্দ-দায়ক প্রিয় পুত্রের শোকে পাগল-প্রায় রোরুদ্যমান জনক জননী এবং জীবনসর্ব্বস্ব-পতিবিয়োগোন্মাদিনী ষোড়শী রমণী সর্ব্বপ্রকার শোক তাপ বিস্মরণ

পূর্ব্বক নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে সুখাসীন হয়?

শান্তি-প্রদায়িনী সর্ব্বক্লেশ-নিবারিণী নিদ্রার এক রসিকচূড়ামণি মন্ত্রিকুলশিরোমণি সহচর আছে; উহার নাম স্বপ্ন। নিদ্রা এই স্বপ্নরূপী মন্ত্রীর সাহায্যে কৌতূহলপ্রদ নানাবিধ মূর্ত্তিপ্রদর্শনে তাহার ক্রোড়স্থ জীবগণের চিত্তচমৎকারিতা, চিত্ত-ভ্রান্তি ও চিত্তভীতি সম্পাদন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভবনাট্যশালায় তাহাদিগের সহিত নানাভাবে অভি-নয় করিতে থাকে; কাহাকেও স্বর্গের অধিকারী করা বা পথের ভিখারী করা উভয়ই তাহার পক্ষে তুল্য আয়াসসাধ্য। যে প্রকার রাজদর্শন প্রকৃতিপুঞ্জের সহজসাধ্য ব্যাপার নহে; সেইরূপ নিদ্রার দর্শনপ্রাপ্তিও সাধারণের পক্ষে সুলভ নহে। নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে নিদ্রাদর্শনাকাঙ্ক্ষী শয়ান ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই চিত্ত সংলগ্ন এবং অসংলগ্ন চিন্তাপুঞ্জ মধ্যে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে। যে প্রকার কেহ অকস্মাৎ ও অবলীলাক্রমে সিংহাসন-সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না;

দ্বারপাল দ্বারা প্রবেশানুমতি আনয়নার্থ তাহাকে রাজদ্বারসমীপে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে হয়; এবং দর্শনলাভ যেরূপ দর্শনকারীর সম্মান ও পদ-মর্য্যাদাসাপেক্ষ তদ্রূপ মানবও শয্যায় শায়িত হইবামাত্রই অনায়াসে নিদ্রার সম্মুখীন হইতে সমর্থ নহে। চিন্তাপুঞ্জরূপ দ্বারপালগণ বহুক্ষণ তাহার গতিরোধ করে এবং এই কাল-বিলম্ব শয়নকারীর দৈনিক কার্য্যব্যগ্রতা, শারীরিক পরিশ্রম ও চিন্তা-বিরহিত-চিত্ততার উপর নির্ভর করে।

বিশ্ব-সংসারে এতদপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ বিষয় আর কি আছে যে নিদ্রা যখন মোহিনী মূর্ত্তিতে মানবের মনোমুগ্ধ করে, তখন সে কেবলমাত্র, যে প্রেমাস্পদ ছবি, তাহার নয়নের পুতলি, হৃদয়ের একমাত্র অমূল্যধন এবং মরজীবনের সর্ব্বস্ব; যে প্রিয়দর্শনপ্রতিমা ক্ষণকালের জন্য তাহার নয়নের অন্তরাল হইলে চতুর্দ্দিক্ হতাশপূর্ণ, ঔদাস্যসমন্বিত ও অন্ধকারাবৃত বলিয়া তাহার ভ্রম হয়; সেই প্রাণাদপি প্রিয়তরা স্নেহময়ীকে বিস্মৃত হইবে, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়।

নিদ্রা।

মানব যখন নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়দেশে শয়ান রহিয়া তাহার মন্ত্রীর কৌশল দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে, তখন সে যে কত অভিনব হৃদয়ানন্দ-বর্দ্ধন ও চিত্তভীতিপ্রদায়ক দৃশ্য সমূহ সন্দর্শনে পুলকিত ও চমকিত হইতে থাকে, তাহা বর্ণনাতীত। কখনও বা এ প্রকার ভীতিজনক দৃশ্য তাহার নয়ন-পথে বিভাসিত হয় যে, সেই দৃশ্য দর্শনে তাহার কলেবর কম্পিত ও চিত্ত চমকিত হইতে থাকে; কখনও বা এতাদৃশ হতাশপূর্ণ অপূর্ব্ব ভাব তাহার মনোমন্দিরে আবির্ভূত হয় যে, সে তাহা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অনিমেষ নয়নে অবলোকন করিতে থাকে। স্বপ্নাবস্থায় কখনও বা এরূপ কঠোর ভাবের সমাবেশ হয় যে, কেহ যেন তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাহার গলদেশ বিদ্ধ করিতেছে; আর সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে; কিম্বা যেন নরক-সদৃশ-ঘোরদর্শন ভয়ঙ্কর স্থানে সে নীতহইয়া ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে নিরীক্ষণ করিতেছে যে তথায় ভূতপ্রেতাদি বিকটমূর্ত্তি অস্বাভাবিক-রূপধারী পিশাচদল সদা বিরাজমান রহিয়াছে; আর মহা-

পাতকী নারকীগণ তাহাদের পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতির শাস্তি-স্বরূপ মর্ম্মভেদকদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বিকট চীৎকারে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিতেছে; স্বপ্নগত ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থার বিচিত্রভাব মানসমন্দিরে পর্য্যালোচনা করিলে মন বিস্ময়-রসে আপ্লুত হয়। হয়ত স্বপ্ন-গত ব্যক্তি স্বপ্নকালে এরূপ পবিত্র ভাব সকল সন্দর্শন করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে থাকে যে, সে যেন ঊর্দ্ধপদে অবনতমস্তকে ব্যোমকেশশূলীর ন্যায় ঘোর তপঃসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, কিম্বা সে বিহঙ্গমবৎ পক্ষ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ যথেচ্ছ উড্ডীয়মান হইয়া মানবজন্মের সাধ পূর্ণ করিতেছে। কখনও বা সে এ প্রকার উল্লাসোদ্দীপক, হৃদয়ানন্দকর ও নেত্রসুখকর দৃশ্য দেখিতে পায়, যে বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া যেন সে অনুপম রাজ্যসুখ ভোগ করিতেছে। কিম্বা যে স্থান যোগেন্দ্রেপ্সিত দেবলোক, যাহার প্রাপ্তির মানসে মানব সংসার-বন্ধন ছেদ করতঃ বিপুল দুঃখার্ণবে স্বকীয় আত্মাকে পাতিত করিয়া চির জীবন সেই যোগজ্ঞানগম্য, সর্ব্বলোকধ্যেয়, মুনীন্দ্র, চিন্তামণির ধ্যানে দেহ, মন ও প্রাণ সমর্পণ করে।

যে স্থান সর্ব্ব জগতের অগ্রগণ্য, যেখানে দেবগণ ও পুণ্যপ্রাণ ঋষিগণ জগদানন্দের পরমানন্দে আনন্দিত হইয়া ইহলোকস্থিত, মানবধারণাতীত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখানুভবে স্বীয় আত্মা প্রেমসমুদ্রে ভাসমান করিয়া প্রেমময়ের পরমাশীর্ব্বাদোদ্ভূত আনন্দ দ্বারা সর্ব্বদিক আনন্দময় নিরীক্ষণ করেন; যে স্থানে পুতসলিলা-মন্দাকিনী শ্রুতিমধুর কল কল রবে চিন্ময় নারায়ণের গুণানুবাদ করিতে করিতে প্রবাহিত; যে স্থান সর্ব্বতোভাবে মানব-নেত্রের দর্শন-লিপ্সাতীত; যে স্থান কোকিলকণ্ঠবিনিন্দিত, শিখিকুলনর্ত্তনলজ্জিত, সুমধুর গীতি নর্ত্তন কুশলা অপ্সরোবৃন্দের মনোহর গীতবাদ্যে সতত প্রতিধ্বনিত; যে স্থান সর্ব্বসুখের আধার, যে স্থান শোক-চিহ্ন-বিবর্জিত; যে স্থানে চিন্তা-স্বরূপিণী কাল-ভুজঙ্গিনী প্রবেশ করিতে চিরলালায়িত; যে স্থানে সর্ব্ব-কালান্তক মহাকাল কাল-পুরুষও গমন করিতে সতত শঙ্কিত,—স্বপ্ন আশ্চর্য্য মায়াবলে ও প্রভাবকৌশলে সেই অভাবনীয়, অপ্রত্যক্ষীভূত, অমর-কিন্নর-সেবিত, পবিত্র স্বর্গধামে সেবকদিগকে লইয়া উপস্থিত হইয়াই

ক্ষান্ত হয় না, বরং অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়া দেয়। স্বপ্নের প্রভাবে কেহ বা এই অপূর্ব্ব স্থানে আগমন করতঃ মৃদুমন্দ পদ-সঞ্চালনে ও ইতস্ততঃ চমকিত-নেত্র-বিক্ষেপণে চতুষ্পার্শ্বস্থ সৌন্দর্য্যরাশি বিলোকন করতঃ অতুল স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে। কোথায়ও বা সে দেখিতে পায় যেন অপ্সরোগণ পরিবৃত ইন্দ্রদেব অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না, চিরযৌবনা শচীদেবীর সমভিব্যাহারে অমরাবতী-বিরাজিত পারিজাত-শোভিত নন্দনকাননে বিলাস-সুখ উপভোগ করিতেছেন; তাঁহাদের সম্মুখ-দেশে মৃগেন্দ্রসদৃশ তনুমধ্য-দেশা, বিম্বাধরা, বিপুল-নিতম্বা, নবযৌবনা, নৃত্যগীতকুশলা অপ্সরো বালা, তালমান-সুসঙ্গত ভূষণশিঞ্জিতসহ-নৃত্য-নৈপুণ্যে সভাস্থল মোহিত করিতেছে ও দর্শক বৃন্দের হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন করিতেছে। তাহারা কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয়বিধ শোভার সম্মিলনে এমনই মনোভিরাম শোভা ধারণ করিয়াছে যে তদ্দর্শনে সেই নবাগত স্বর্গশোভাদর্শক কিয়ৎকাল স্থিরনেত্রে ও পুলকিতচিত্তে কেবল

মাত্র তাহাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে থাকে ও তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ-শোভার প্রতি আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ দৃষ্টিপাত করতঃ মনে মনে বিপুলানন্দে তাহা-দের অতুল রূপরাশির বিষয় নানাভাবে কতই যে আন্দোলন করিতে থাকে তাহা বর্ণনাতীত। কখনও বা সে মনে করিতে থাকে যে আহা! বিশ্বস্রষ্টার কি বিপুল শিল্পমহিমা ও সৃজনসৌন্দর্য্য, একেবারে একাধারে এই অপ্সরোগণের নিকট প্রকাশ পাইতেছে! অথবা তাহার মনে হয়, যে পদার্থ স্বতঃই মনোহর ও দৃষ্টিসুখকর শোভায় সংগঠিত তাহাতে আবার কৃত্রিম শোভাপুঞ্জের সংযোগ হইলে যে কীদৃশ অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জন অনুপম শোভা ধারণ করে তাহা এই দেবগণমনো-হারিণী মোহিনীশক্তিসমন্বিতা নর্ত্তকীবৃন্দের অপ-রূপ সন্দর্শনেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অহো! এই রমণী সমূহের রূপলাবণ্য কি প্রকার দিব্য ও মনোহর! ইহাদের কান্তিজ্যোতিঃ দাড়িম্বকুসুম-সান্নভ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, কখনও বা সুশীতল হেমদ্যুতি সদৃশ দীপ্তিমানরূপে নয়নমার্গে বিরাজিত

হইতেছে, চরণে নূপুর ও কটিদেশে কিঙ্কিণী বিদ্যমান থাকায় ইহাদের নর্ত্তনে মনোরম ভূষণ-শিঞ্জিত উৎপন্ন হইতেছে; কমলকলিকাবিনিন্দিত, পীনোন্নত কুচযুগল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে, বক্ষোপরি দীপ্তিমান মুক্তাহার শোভমান রহিয়াছে, সুকোমল করাঙ্গুল চম্পককলিকাবৎ শোভা পাইতেছে, কণ্ঠদেশ বিবিধ বহুমূল্য মণিনিবদ্ধ ভূষণে বিভূষিত, অধর অতীব মধুর, দশনাগ্র কুন্দকুট্মলবৎ রমণীয়, বদনবিবর কর্পূর-খণ্ড মিশ্রিত তাম্বুলে পরিপূর্ণ, বদনকমল দীপ্যমান স্বর্ণতাড়কে পরম রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে, উন্নত নাসিকা তিলকুসুমবৎ শোভমান রহিয়াছে, চিবুকদ্বয় অলক্তবিমিশ্রিত দুগ্ধবর্ণবৎ মনোহর দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে, নেত্রযুগল রক্তারবিন্দবৎ শোভা পাইতেছে ও সতত চঞ্চল নেত্র-চাতুর্য্য নির্ম্মাণে মনোরঞ্জন সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে, ভ্রূদ্বয় আয়ত, ললাট প্রদেশ সিন্দূর-বিন্দু দ্বারা অলঙ্কৃত, কুন্তল অভিনব-কেতকী-কুসুম-পত্রোপরি বিরাজিত নীল ভ্রমরবৎ সমুদ্ভাসিত, কেশপাশ মল্লিকা মালতী

মালায় বিভূষিত। এতৎ সমস্ত নিরীক্ষণ করতঃ যেন সে হৃষ্টচিত্তে শনৈঃ শনৈঃ পাদ বিক্ষেপ করিয়া নন্দন-কানন মধ্যে প্রবেশ করতঃ উৎফুল্ল নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে, যে পদ্মপলাশলোচন ত্রিলোকতারণ, নারায়ণ, নানালঙ্কারভূষিতা, দেবাদিদেব-সেবিতা লক্ষ্মী দেবীর সহিত রত্নসিংহাসনে সমাসীন আছেন; নিকটে দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া মনের সাধে হরি গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন এবং সেই নামের গুণে যেন নারায়ণ দ্রবাঙ্গ হইয়াছেন আর দ্রবময়ী ত্রি-পথগা গঙ্গা ত্রিলোক উদ্ধারের জন্য দেবদুর্ল্লভ পদ হইতে বহির্গত হইতেছেন। পুনরায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হই-য়াই যেন সে দেখিতেছে যে এ স্থানটীর চিরবিকসিত, অতুল সৌন্দর্য্যভূষিত, প্রসূনাবলী পরিশোভিত, পুষ্পবৃক্ষসকল শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থিতি করিয়া অনু-পম মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, কোথাও বা সুবিমল জলশালী, কুমুদরাশিপরিশোভিত সরোবর বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার চতুঃপার্শ্বে বিবিধ নয়নরঞ্জন-পাদপ শ্রেণী পুষ্পপল্লবসমন্বিত শাখা-প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ

করিয়াছে আর সেই শাখিশাখাতে সুমধুর কল-ধ্বনি-গায়ক, প্রফুল্ল বিহায়সকুল পরমাহ্লাদে অব্যক্ত শ্রুতিমধুর রবে প্রেমময়ের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন তাহারা বিশুদ্ধ সঙ্গীত-লহরী দ্বারা নিরন্তর সাক্ষ্যদান করিতেছে যে স্বর্গীয় সুখ বিমল ও নিরবচ্ছিন্ন; এবং স্বভাবমনোহর মহী-রুহসমূহশোভিত বাসবোদ্যান পক্ষিগণের কলরবে শব্দায়মান হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন স্বর্গস্থিত পাপদসমূহেরও বাক্‌শক্তি আছে, তাই এক্ষণে তাহারা স্বীয় প্রীতি-প্রসারিত-ভুজাবলম্বী প্রিয় সখা বিহগকুলের সহিত মধুরালাপন করিতেছে; তাহাতে আবার সেই বিবিধ-স্বরসমন্বিত-মধুর-কলরব-গীতি-সমূহের মিলিত মহোল্লাসধ্বনি সরোবরবারি মধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন নির্জীব জলাশয়ও ভগবৎগুণ-কীর্ত্তন শ্রবণে নিস্তব্ধ থাকিতে না পারিয়া প্রেমানন্দভরে প্রমত্ত হইয়া তাহাদের সহিত সানন্দে বিশ্রম্ভা-লাপন করিতেছে; সরোবরের অনতিদূরে তপস্বিগণের মনোরম পর্ণকুটীর সকল শোভা

পাইতেছে ও সুরগণের মনোভিরাম অট্টালিকা-সমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। সুরবালাগণ জলা-নয়ন-মানসে কক্ষদেশে কলসী স্থাপন করিয়া সহাস্যবদনে পরস্পর আলাপন করিতে করিতে মৃদু-মন্দপাদবিক্ষেপণে সরোবরাভিমুখে আগমন করি-তেছে; কেহ বা সরোবর-তীরে অবতরণপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা বারি সঞ্চালন করতঃ তন্মধ্যে কলসী নিমজ্জিত করিতেছে; তাহাতে বোধ হইতেছে যেন বিদ্যুল্লতা মেঘলোকবিচ্যুতা হইয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কিম্বা জলরূপী নারায়ণ প্রিয়সখী সুরবালার সুকোমল করকমল-সংস্পর্শে পরমা-নন্দিত হইয়া আনন্দতরঙ্গ-বিক্ষেপরূপে মধুর হাস্য করিতেছেন; কেহ বা জলপূর্ণ কলসীসহ সতর্কভাবে প্রত্যাগমন করিতেছে, কেহ বা জল মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন ভাবে থাকায় দূর হইতে তাঁহার বদনমণ্ডল সরোবরে প্রস্ফুটিত সুবর্ণকমল-সদৃশ প্রতীত হই-তেছে, আর সরোবরের জল গভীরতানিবন্ধন নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে; তাহাতে আবার অসংখ্য কুমুদ পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন

আকাশবিহারী কুমুদকান্ত হিমাংশুদেবের ঐ নীল-জলরাশিকেই আকাশ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, তাই তিনি আকাশ ত্যাগ করিয়া স্বয়ংপ্রতিবিম্বরূপে হ্রদ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং কুমুদিনীসকল প্রিয় সখার সমাগম-জনিত আহ্লাদে আহ্লাদিনী হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। কোনও দেবরমণী কৃষ্ণবর্ণ দন্তমঞ্জন দ্বারা দন্তধাবন করিতেছেন বলিয়া তাঁহার দশনপংক্তি ও তৎসংলগ্ন অঙ্গুলিটী কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় উহাদিগকে চন্দ্রমণ্ডলস্থ কলঙ্ককালিমারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সরোবরস্থ এতৎ সমস্ত মনোহর শোভারাশি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অনন্তকোটী সূর্য্যের, কোটী কোটী চন্দ্রের ও কোটী কোটী বিদ্যুতের এককালে ব্যোমমার্গে প্রকাশ হইলে যাদৃশ অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় প্রভায় চতুর্দ্দিক দীপ্তিমান্ হইতে থাকে তাদৃশ প্রভায় মানসসরোবরের একপ্রান্ত অকস্মাৎ বিকশিত হওয়ায়, স্বপ্নগত ব্যক্তি যেন ভীতি ও বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অধিক আর কি বলিব যোগী ঋষিগণ

যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া যাঁহাদের পবিত্র অপূর্ব্ব মনোভিরাম মূর্ত্তি সকল হৃদয়াভ্যন্তরে একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অপার আনন্দে আনন্দিত হইয়া থাকেন;—এক্ষণে নিদ্রাগত সামান্য মানব স্বপ্ন-প্রভাবে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সকলের প্রতি প্রেমগদ্‌গদ-চিত্তে প্রীতিপূর্ণ নেত্রে অবলোকন করিতেছে; যেন বাসবপত্নী শচীদেবী, হরসীমন্তিনী নগেন্দ্রনন্দিনী, বিধিমনোমোহিনী ব্রহ্মাণী এবং কেশবহৃদয়বাসিনী কমলাদেবী ইঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া মানসসরোবরে স্নানার্থ অবতরণ করিতেছেন, তাই তাঁহাদের অপরূপ রূপপ্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে। অয়ি নিদ্রে! এ সকল যে তোমারই অসীম মহিমাপুঞ্জের সাক্ষ্যদান করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যোগনিদ্রার সমাগমে যোগী পুরুষগণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে পান যে ত্রিকালজ্ঞ ত্রৈলোক্যনাথ পিনাকী পার্ব্বতী দেবী সহ ভবিষ্য-পুরাণালাপে কালক্ষেপ করিতেছেন। কখনও বা তাঁহারা হৃদয়রত্নবেদীতে ত্রিভঙ্গ মুরারি বৈকুণ্ঠপতিকে

সংস্থাপিত করিয়া সুবিমল সুখবোধ করেন; বলিতে কি, যোগনিদ্রার মাহাত্ম্য অতি মধুর। স্বার্থানুরোধে বাদশাহ আকবর কাম্য-কূপের বিনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন সত্য বটে; কিন্তু যোগনিদ্রাগত জীবনের নিকট কাম্যকূপনিমজ্জন দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি ইচ্ছা করিলেই কল্পতরু দর্শন, অক্ষয়বট প্রদক্ষিণ, এবং মুক্তিমার্গ তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করিতে পারেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মানব অবলীলাক্রমে স্বপ্নের প্রভাবে তৎসমুদয় অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ক্ষণকালের জন্যও জীবন ধারণ সার্থক জ্ঞান করে।

পাঠক! সত্যবটে, সুদক্ষ অভিনেতৃবৃন্দ রঙ্গভূমিতে পৌরাণিক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দর্শকদিগের মনে অতীত স্মৃতির উৎপাদন করিয়া বিস্ময়ের সমাবেশ করে; সত্য বটে, তীর্থ-বৈতালিকগণ তীর্থযাত্রী-দিগকে সঙ্গে লইয়া দেবমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ করে, কিন্তু তাহারা চিত্ত-ভ্রান্তি জন্মাইয়া কালের অস্তিত্ব নাশ অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানবৎ প্রতিপাদন করিতে পারে না। বহুশ্রমে তীর্থযাত্রা কর, কিম্বা গৃহে বসিয়া চিত্রাঙ্কিত

দেবমূর্ত্তিসকল দর্শন কর, উহাতে প্রতিমূর্ত্তি মাত্র দেখিলাম বলিয়া যে একটা সাধারণ বিশ্বাস তাহা কিছুতেই বিদূরিত হইবে না; আর স্বপ্ন তোমাকে অগৌণে, অনায়াসে, কি দেবলোক, কি ধ্রুবলোক, কি গোলোক সর্ব্বত্র সজ্ঞানে লইয়া যাইবে।

আহা! স্বপ্নের কি চিত্তচমৎকারিণী মোহিনী শক্তি! তা ভাবিলে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয়-গ্রন্থিস্থল বিগলিত হয়। মাতঃ নিদ্রে! তোমার প্রিয়ানুচর স্বপ্নের এবম্বিধ ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিলে তোমাকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী বলিয়াই বোধ হয়। ওঃ আমি বুঝিয়াছি, সন্তানের সাধ পূর্ণ করা মাতার প্রধান কার্য্য; আজ সন্তান পিষ্টক ভোজন জন্য লালায়িত হইল, জননী তখনই তাহা প্রস্তুত করিয়া দিলেন; আজ সন্তান আকাশের চাঁদ লইব বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, জননী অমনই দর্পণ আনয়ন করিয়া সুতের মুখচন্দ্রের নিকট ধরিয়া তাহার সান্ত্বনা বিধান করিলেন। মাতঃ নিদ্রে! তোমাতেও সেই মাতৃভাব লক্ষিত হয়; পর্ণকুটীরবাসী ছিন্নবাস দরিদ্রসন্তান মনে মনে

রাজা হইতে চায়, তুমি স্বপ্নকৌশলে তাহার সে সাধ পূর্ণ কর। ধ্যান-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত পাপিষ্ঠ মানব স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা করে, তুমি অন্তর্য্যামিনী, তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে সেই স্থানেই লইয়া যাও। মাগো! তুমি কি স্বর্গ দেখিয়াছ? আমার নিকট একবার সেই অতুল শোভা বর্ণনা কর। আমি স্বপ্নের নিকট স্বর্গমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে চাহি না, কারণ উহা ক্ষণস্থায়ী। সুরা যেমন মানব-শরীরে প্রবেশ করিয়া দেহ ও মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও উত্তেজিত করে, কিন্তু আবার অল্পকাল মধ্যেই উহা-দের ঘোর অবসাদন ক্রিয়া উপস্থিত করে, স্বপ্নেরও সেই অস্থায়ীভাব। জননী যেপ্রকার দিবসে নানা-কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া সন্ধ্যা-সমাগমে স্বীয় আবাসে আসিয়া সন্তান ক্রোড়ে করিয়া সুখী হন, তুমিও কি সেইরূপ প্রতিদিন রাত্রি আগমনে জীব সকলকে নিদ্রাদান করিয়া এক নিরুপম সুখে সুখী হও? মাগো! তুমি প্রত্যহই আমার প্রতি তোমার অনুকম্পা প্রদর্শন কর। এক্ষণে তোমার নিকট সানু-নয় প্রার্থনা যে, এই ক্ষণিক নিদ্রা ক্রমে ক্রমে যেন

আমার নিকট যোগনিদ্রায় পরিণত হয়, এবং আমি যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পরাৎপর পরম পুরুষের ধ্যানে নিযুক্ত থাকি এবং মানবজন্ম সার্থক করি। আহা! যদি আমরা সকলে অদৃষ্টবলে কোনও কালে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইতে পারি, তবে পূর্ব্বকালীন আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় স্বস্থানে বসিয়া হরপার্ব্বতাবিহারভূমি কৈলাশ গিরির রমণীয় শোভা, চিরানন্দদায়ক নন্দনকাননের নিরুপম সুষমা এবং বৈকুণ্ঠের অকুণ্ঠ ঐশ্বর্য্য সকলই দর্শন করিতে সক্ষম হইব।

ধার্ম্মিকপ্রবর সত্যপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তর-দান কালে বলিয়াছিলেন যে,—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং"।

অর্থাৎ লোকসকল প্রতিদিবসই মরিতেছে, কিন্তু তাহা দেখিয়াও অবশিষ্টেরা চিরকাল বাঁচিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কে আছে? এই বিষয়টী রহস্যময় হইলেও নিদ্রামধ্যে যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে,

তাহা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক। কেননা প্রথমতঃ অন্যের মৃত্যু দেখিয়া আমরা নিজের চরম দশা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; আর দ্বিতীয়তঃ নিদ্রা আমাদিগকে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে শূন্যত্বে বিলীন করিতেছে; তখন স্নেহপ্রবলহৃদয়া জননীর অপত্যস্নেহ, পতিপ্রাণা কামিনীর পতিপ্রেম, স্ত্রৈণ পুরুষের স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, কৃপণের ধনাসক্তি, ধার্ম্মিক পুরুষের প্রেমভক্তি কিছুই থাকে না। নিদ্রা যেন আমাদের চরম গতি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্যই আমাদিগকে লইয়া এই লীলাখেলা করিয়া থাকে; এখানে আমরা ভুক্তভোগী হইয়াও সেই নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না,—ইহা যে সমধিক আশ্চর্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

অয়ি সর্ব্ববিজেত্রি, নিদ্রে! তোমার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা করা মানবের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার। বিদেশীয় আক্রমণকারীর ন্যায় অগ্নি-সাহায্যে দেশ সকল ধ্বংস করিয়া বা তরবারি দ্বারা বহুলোক নিহননপূর্ব্বক, তোমাকে কোন রাজ্য অধিকার করিতে কিম্বা তথায় শান্তি স্থাপন করিতে

হয় না। তোমার মনোহর কমনীয় ভাবই জীবগণকে বশীভূত করিবার মহাস্ত্র। এই অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারাই তুমি স্বীয় মনস্কাম পূর্ণ কর। বিনাযুদ্ধে যুদ্ধ-ফল ভোগ ও বিনাশ্রমে রাজ্যসুখভোগ তোমা ভিন্ন কে করিতে পারে? তুমি শান্তিময়ী, তোমার অধিকারে কেহই অশান্তি ভোগ করে না। তোমার প্রজাপীড়ন নাই বলিয়াই লোক হৃষ্টচিত্তে তোমার বশ্যতা স্বীকার করে। চিন্তা ও উদ্বেগ যখন মনকে জ্বালাতন করিতে থাকে, এবং উহাদের দৌরাত্ম্যে যখন মন অবসন্নপ্রায় হয়, তখনই যেন তুমি দয়া করিয়া মনের সাহায্যার্থ আগমন কর; তোমাকে দেখিয়া চিন্তা ও উদ্বেগ পলায়ন করে। মানসিক বৃত্তি সকলও আশ্রিত রাজন্যবর্গের ন্যায় তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া তোমারই ইচ্ছার অনুগমন করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যেমনই তুমি মানবসকাশ হইতে অপসৃত হও, অমনই চিন্তারূপী দুর্নিবার শত্রু মানবদেহের অবিরাম জ্বররূপে পুনঃ প্রকাশিত হয়; তাহাতে বোধ হয় যেন সে এযাবৎ তোমার

আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চিন্তা-কারাগারে আবদ্ধ ছিল।

বিশ্বারাধ্য বিশ্বেশ্বরের মহিমা অপার, কৌশল অসংখ্য। তিনিই নিদারুণ নিদাঘ-দাহনে মহীপৃষ্ঠ দহন করিতেছেন, আবার মেঘরূপে বারিসিঞ্চন করিয়া তাহার শীতলতা সম্পাদন করিতেছেন। তিনিই কুজ্ঝটিকা জালে ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়া জীবগণের দৃষ্টি বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন, পুনশ্চ ভানুরূপে কুহেলিকা ভেদ করিয়া জগৎকে হাসাইতেছেন। তিনিই তিমিররূপে বিশ্বের নিরানন্দ জন্মাইয়া পুনরায় আলোকরূপে সে ভাবের প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। বলিতে কি, ঈশ্বরের লীলা নিরতিশয় বিস্ময়াবহ। তিনি মানবমনে চিন্তা প্রদান করিয়াছেন। চিন্তা মনুষ্যের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, সত্য বটে, কিন্তু অতিচিন্তা অনিষ্টকরী; উহা হইতে চিত্ত-ভ্রান্তি, চিত্তোদাস্য প্রভৃতি নানা অপায় জন্মিতে পারে। দয়াময় দীনবন্ধু জগদীশ্বর বুঝি ঐ অপায়ের নিরাকরণ মানসে নিদ্রাকে কোন প্রত্যক্ষ-ফল সিদ্ধ-মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন।

তজ্জন্যই অতিমাত্র চিন্তাপরিক্ষীণ মনে নিদ্রাদেবীর অধিষ্ঠানে চিন্তাজনিত অসুখ থাকে না। আয় শুভকরি নিদ্রে! তোমার সেই সিদ্ধমন্ত্রটী আমাকে শিখাইয়া দাও। আমি সাংসারিক চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়াছি; মন্ত্রটী অভ্যস্ত থাকিলে চিন্তাবিষে দেহ অবসন্ন করিতে পারিবে না।

আমি সদস্তপরিদেবনা বিহীন হইয়া মন্ত্রটী অভ্যাস করিব, বলিলাম বটে; কিন্তু তাহা অভ্যাস করা হইবে না। কারণ উহা সিদ্ধ দেবমন্ত্র। পুরাণে শুনিয়াছি কুন্তীদেবী একবার একটী সিদ্ধ দেবমন্ত্র অভ্যাস করিয়া ঘোর বিপদে পতিতা, অপত্যবর্জ্জন দোষে দূষিতা ও সমাজে কলঙ্কিতা হইয়াছেন। অতএব আমি ঐ মন্ত্র আর শিক্ষা করিতে চাহি না। তোমাকে আহ্বান করিতে আমার ইচ্ছা নাই; কেন না তোমার আহ্বানকারিগণের চির-দুর্দ্দশা জাজ্বল্যমান। ঐ দেখ গঞ্জিকাসেবী ও সুরাপায়িগণ কৃত্রিম নিদ্রার উৎপাদন করিতে গিয়া কি সর্ব্বনাশই ঘটাইয়াছে। কেহ বা অতুল বিভবের অধিকারী হইয়াও আজ পথের ভিখারী

হইয়াছে ; কেহ বা অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রে প্লবন করিয়াও কর্ম্মদোষে ক্ষিপ্তপ্রায় ; আবার কেহ বা দুর্গন্ধযুক্ত পুরীষময় স্থানে পতিত থাকিয়া ইহজীবনেই ঘোর ঘৃণিত নরকবাস-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কৃত্রিম নিদ্রার উৎপাদন করিতে গেলে তুমি যেন কুপিতা হও।

নিদ্রার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা মানবের সাধ্যাতীত। অখিল ভূমণ্ডলে কি দেব, কি মানব, কি বৃক্ষ সকলেই আরাধনা, উপাসনা, ধ্যান ও স্তব-দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু নিদ্রার পক্ষে তাহা নহে। কেননা যে সকল বিলাসপরায়ণ বিভবশালী পুরুষ সদা সর্ব্বদা নিদ্রার উপাসনায় ব্যস্ত থাকেন অর্থাৎ যাঁহারা অহর্নিশ নিদ্রা-সুখ-ভোগে রত রহেন, তাঁহারা প্রায়ই অকর্ম্মণ্য, অলস, রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়েন অতএব অস্বাভাবিক বা অনিয়মিত ভাবে নিদ্রাভোগ কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

সুধাংশুবদন মুক্তাপংক্তিদশন সুকুমার শিশুকে বিশ্বসংসারে কে না ভালবাসে ? সত্য বটে হরিহর

সুরাসুর সহ মিলিত হইয়া মন্দারশৃঙ্গে অনন্তনাগরূপ রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক সুধা উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং তাহা গগনবিহারী চন্দ্রমণ্ডলে সংস্থাপন করিয়া আপনাদিগের মাহাত্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু জানি না, কে যেন প্রণয়সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রীতিসুধা আহরণপূর্ব্বক শিশুদিগের বদনমণ্ডলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন! তজ্জন্য সেই প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ-শিশু-বদন সন্দর্শনে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডবাসীর মনে কি এক অদ্ভুত ভাবের উদ্রেক হয়! হৃদয় যেন গলিয়া যায়। অয়ি নিদ্রে! তাই বুঝি তুমিও শিশুদিগকে অধিক ভালবাস, সেই কারণেই বুঝি শিশুরা দিবা রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ সময় নিদ্রিত থাকে। তুমি যে উহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগ কর, তাহাও নহে। তোমাদ্বারা শিশুদিগের ধাত্রীকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন জগজ্জননী প্রকৃতি দেবী অন্ধকার রূপ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া নিদ্রা-রূপিণী মায়াবিনী ধাত্রী সমভিব্যাহারে শিশুগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পরিবর্দ্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন বলিয়াই

উহাদের নিদ্রাকাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ণাবয়ব-প্রাপ্ত, বলদর্পে দর্পিত যুবকগণ পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনের কথা মানে না; তাহারা স্বেচ্ছাচারী ও নিতান্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়ে: কিন্তু মাতার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই ও মনের বিকার নাই। সেই জন্যই যেন নিদ্রাদেবী ঐ অশান্ত যুবক সন্তানদিগকে উপদেশদানচ্ছলে তাহাদিগকে লইয়া দিবামানের এক তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণে বলিয়া দিতেছেন যে, নিদ্রাকালে কিয়ৎক্ষণের জন্য যেমন জীব শূন্যত্বে মিশ্রিত হইয়া যায়, এবং তাহাদের অস্তিত্ব লোপ হয় বলিয়া স্নেহ ও মমতা, প্রীতি ও অনুরাগ, দয়া ও ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত পার্থিব প্রবৃত্তি তাহাদিগের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ মহানিদ্রার আবির্ভাবকালে ধন, জন, বুদ্ধি, বল, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাংসারিক ঐশ্বর্য্য চিরকালের জন্য নিঃসম্বন্ধ অসারবৎ প্রতীয়মান হইবে; ইহা ভিন্ন আর

কে বলিয়া দিতে পারে! অতএব মাতঃ! তুমিই ধন্য! আর তোমার নিয়ন্তা সেই সর্ব্বময় পুরুষও ধন্য!

যে সময় মানবের কেশপাশ ধবলীভূত, মাংস গলিত, দন্ত স্খলিত, চক্ষু দর্শন-শক্তি-বিবর্জ্জিত এবং দেহ-তরি শোক-কীট-জর্জ্জরিত হয়, সেই বার্দ্ধক্য-দশায় উপনীত বৃদ্ধ মনুষ্যের প্রতি তোমার অনুরাগ দৃষ্ট হয় না, তুমি তাহাদিগকে সুনিদ্রা দান কর না; ইহার নিগূঢ় কারণ কি, তাহা কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয় তুমি কালান্তকারিণী, সর্ব্বসংহারিণী মহানিদ্রাকে মনে মনে ভয় করিয়া থাক; তজ্জন্যই যখন বৃদ্ধ ব্যক্তি মহানিদ্রার আশ্রয়োন্মুখ অবস্থা প্রাপ্ত হয়,তখন সেই জরাজীর্ণ স্থবিরের নিকট তুমি নিশ্চয়ই সভয়ান্তঃকরণে গমন কর। এই স্থবিরকে তোমার শান্তিপ্রদ ক্রোড়দেশে স্থাপিত করার মানসে তাহার সন্নিকটে বারংবার গমন করায় তোমার উদারতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ধন্য তোমার সদুদ্দেশ্য ও ধন্য তোমার প্রেমপূর্ণ হৃদয়। তুমি কাহারও আর্ত্তনাদ আকর্ণন করিতে পার

না, তাই প্রবল শত্রুর ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় উদার উদ্দেশ্যের সাধনকামনায় ভীত অথচ বারান্তঃকরণে অগ্রসর হও; কখনও কখনও সম্যক্ কারণবশতঃ পুনরায় পশ্চাৎপদ হও, তাই সে সাময়িক নিদ্রা ভোগ করে; ঐরূপ নিদ্রাকে লোকে তন্দ্রা বলে। অয়ি বিবিক্ত ক্রীড়াময়ি! তুমি যে মানবের সহিত কত খেলাই খেলিতেছ, তাহা বর্ণনাতীত। অবস্থা, বয়স এবং স্বাবলম্বিত ব্যবসায়ানুসারে নিদ্রার প্রকার-ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার এই কৌতূহলাক্রান্ত চিত্ত তোমার বিষয় আরও কিঞ্চিৎ বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

কোন বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি তাহার শুভ্র-প্রস্তরনির্ম্মিত হীরকাদি নানা বহুমূল্য-রত্নখচিত প্রাসাদাভ্যন্তরে হৈমখট্টাঙ্গোপরি প্রসূনবৎ সুকোমল শয্যায় শয়ান রহিয়া, উপরিভাগে দোদুল্যমান ব্যজ-নান্দোলিত মৃদুমন্দ বায়ুদ্বারা আলাপিত হইয়া, সমস্ত রাত্রি তোমার দয়া প্রার্থনা করিতেছে। আবার হয় ত এক দীন-দরিদ্র জীর্ণবস্ত্র ক্ষুৎপিপাসা-জর্জ্জ-রিত-কলেবর সেই ব্যজনরজ্জুহস্তে অনাবৃত দেহে,

সেই প্রাসাদ-ভিত্তিতে নিজ ক্ষীণ দেহ বিন্যস্ত করিয়া, সময়ে সময়ে তোমার মনোরম সঙ্গসুখ অনুভব করিতেছে; এবং যদিও সে তাহার প্রভুর তিরস্কার-ভয়ে তোমার সমাগম অস্বীকার করিতেছে, তথাপি অয়ি লজ্জাবিবর্জ্জিতে! তুমি পুনঃ পুনঃ তৎসকাশে গমন করিতেছ। আবার হয়ত কোনও দীনহীন ললাটঘর্ম্মনিঃসরণপূর্ব্বক পরিশ্রম দ্বারা সমুদয় দিবাভাগ অবসানকরতঃ ক্ষুৎপিপাসা নিবারণোপযোগী সামান্য অর্থোপার্জ্জনে কোন ক্রমে উদর পরিতৃপ্ত করিয়া, এক অনাবৃত স্থানে স্বভাবগৃহের স্বর্গীয় আকাশছাদতলস্থ নবদূর্ব্বাদলমণ্ডিত ভূশয্যায় শয়ান হইয়া, তোমার মনোরম আরাম উপভোগ পূর্ব্বক সুখভোগবিলাসী বিভবশালী ব্যক্তিগণের প্রসূন-সদৃশ-সুকোমল মখমল-বিনির্ম্মিত শয্যার অসারত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। তোমার এ প্রকার অদ্ভুত লীলা ও দয়া প্রদর্শনে সকলে বিস্মিত হইতেছে; ইহাতে আমার অনুমান হয় যে, কাহারও বা আরামস্থল বিশ্বজননীর ক্রোড়দেশ ধরাতল, আবার কাহারও বা মখমল-নির্ম্মিত কৃত্রিম

কোমলশয্যা, তাই এতাদৃশ ব্যবহার-পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; যেহেতু মাতৃক্রোড় স্বভাবতঃই পরম সুখের স্থান এবং কোমলতা ও পবিত্রতা পরিপূর্ণ; এই জন্যই সেই দীন দরিদ্র তাহার জননী-দেবীর অঙ্কদেশ ভূশয্যায় পতিত হইয়া, সুখে গভীর নিদ্রা উপভোগ করিতেছে এবং সেই আত্মাভিমানী ধন-গৌরবসমান্বিত ভোগবিলাসী নৃপতিজনের সমস্তই কৃত্রিম এবং সে স্বাভাবিকতাকে অবহেলা করিয়া কৃত্রিমতায় মুগ্ধ হইয়াছে বলিয়া, অকৃত্রিম অনুপম নিদ্রাসুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত; এবং তুমিও তজ্জন্যই তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার কর; যাহা হউক, আপাতদৃষ্টিতে তোমাকে পক্ষপাতিত্বদোষে অভিযুক্ত করা যাইতেছে বটে, কিন্তু তুমি এই বলিয়াই সকলের নিকট সম্যক্‌রূপে এবম্বিধ দোষারোপ হইতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পার যে, তুমি স্বভাবতঃই অপক্ষপাতিনী এবং সকল লোককেই তোমার আরামপ্রদ সঙ্গসুখ প্রদান করিতে প্রয়াস পাও। কিন্তু নানা শত্রু কর্ত্তৃক তোমার প্রয়াস-পথ রুদ্ধ হওয়ায়, মানবগণ চিত্তচাঞ্চল্য ভোগ করে এবং

সেই হেতুই তাহারা অন্ধভাবে ও অবিচারিতভাবে বিনা দোষে তোমাকে ভর্ৎসনা করে। শোক ও চিন্তার সহিত মানবসুখের এমনই এক বিপরীত সম্বন্ধ যে, চিন্তান্বিত ব্যক্তিকে নিদ্রাহেন সুলভ সুখ-ভোগেও বঞ্চিত থাকিতে হয়—উভয়েই আরাম-পথের কণ্টক স্বরূপ।

অয়ি নবশক্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবি! তুমি পুন-রায় বলিতে পার যে, যখন তুমি মানবগণ প্রতি তোমার কুহক-শক্তির পরিচালনা কর, তখন স্বভা-বতঃ ঊর্দ্ধগা চিন্তানল-শিখা দৃষ্টিনিক্ষেপবাধাপ্রদা-য়িনী এতাদৃশী ঘোরদর্শনা তীব্রমূর্ত্তি ধারণকরত: তোমার পুরোভাগে আবির্ভূতা হয় যে, সে তোমার সেই মায়াশক্তি সঞ্চারের যেন প্রকৃতইএক অলঙ্ঘ্য-বীর্য্যা অপরাজেয়া প্রতিদ্বন্দিনী হইয়া উঠে। কিন্তু তোমার গৌরব ও স্তুতিবাদের বিষয় এই যে, যদিও তুমি পরাজয় বা ভয়প্রযুক্ত সে স্থান হইতে প্রস্থান কর, তথাপি তুমি তোমার আয়াস হইতে নিরস্তা না হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে তাহার নেত্রদ্বয়োপরি উপবেশন কর; কিন্তু হায়! দুঃখের বিষয় এই যে, তোমার

এই উপবেশন ক্ষণিকমাত্র। কিন্তু তাহাতে তোমার আর অপরাধ কি? এক্ষণে দেখা যাই-তেছে যে, এ জগতে বিনাস্বার্থে কেহ কোন কার্য্যে ব্রতী হয় না; এ জগৎ স্বার্থে পরিপূর্ণ; তাই জাগতিক যাবতীয় জীব স্বার্থরূপ মোহে অন্ধ হইয়া, চালকবিহীন অশ্ববৎ ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াই-তেছে। এ জগতের উপকারও স্বার্থময়, স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত ও স্বার্থ-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। যাহা একের পক্ষে উপকার বলিয়া প্রতীত হই-তেছে, তাহা সেই উপকারকারীর স্বীয় মনস্কামনার পূরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অয়ি নিদ্রে! তুমিও যখন এই স্বার্থময় জগতের অধিষ্ঠাত্রী ও জগজ্জনের মঙ্গলবিধায়িনী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা ও প্রতীয়মানা হইতেছ, তখন তোমারও হৃদয় যে নির্ম্মল ও স্বচ্ছ, তোমার হৃদয়ে যে স্বার্থরূপ কলঙ্ক-কালিমা প্রতিভাত হয় নাই,তাহাই বা কে জানে? মানব নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করে; মানবের প্রতি তোমার এই যে মহোপকার সতত তোমাকর্ত্তৃক সংসাধিত হইতেছে, তাহাও তোমার স্বকীয় কাম-

নার সিদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানব-দেহরূপ রাজ্যের উপর আধিপত্য-স্থাপন-কামনা অনুক্ষণ তোমার হৃদয়াগারে বসতি করিতেছে, তাই তুমি তোমার সেই অন্তর্নিহিত কামনা-সাধন-মানসে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, যেমন মানবকে শান্তি প্রদানকরতঃ তাহার উপকার সাধন কর, তদ্রূপ চিন্তারূপিণী কালভুজঙ্গিনীও মানবদেহরূপ-রাজ্য তাহার অধি-কারভুক্ত রাখিবার জন্য সতত প্রয়াসিনী। এক্ষণে তোমরা উভয়েই নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিবার মানসে মানবদেহ-রাজ্যকে গ্রাস করিয়া উভয়েই সেই দেহরাজ্যে স্বীয় অধিকার-লাভ-হেতু তুমুল সংগ্রাম করিতেছ। কখনও বা তুমি তাহাকে পরাস্ত করিতেছ, কখনও বা সে তোমাকে পরাস্তকরতঃ তোমাকে রাজ্যসীমার দূরে তাড়িত করিতেছে; এইরূপ তোমাদের উভয়ের ভীষণ সংগ্রাম-মধ্যে সেই নিরপরাধ মানব, শয্যায় শান্তিসুখভোগের ইচ্ছায় শয়ন করিয়া, ক্ষণেকের জন্যও নিরবচ্ছিন্ন গভীর নিদ্রাসুখসম্ভোগে অস-মর্থ। কিন্তু তোমার জয়লাভই মানবের অভীপ্সিত।

তাহাকে তোমার করতলস্থ করা যদিও তোমার মনোবাঞ্ছার সিদ্ধি ব্যতীত কিছুই নহে, তথাপি মানব প্রফুল্লান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার সহিত তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য। তোমার রাজ্যে শান্তি সতত বিরাজিতা থাকে, তাই মানব তোমার এত অনুগত। বল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কে কালভুজঙ্গের বিবরে অঙ্গুলি প্রদান করে? চিন্তারূপিণী অত্যাচার-সম্পন্না অধীশ্বরী যাহাকে নিজায়ত্ত করিয়াছে, সে যে আর কদাচ তোমার আয়ত্তাধীন হইতে পারিবে, এ আশা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনবৎ, ভেলাদ্বারা সমুদ্রে উত্তরণবৎ, হস্তদ্বারা নভোমণ্ডলস্থ চন্দ্রস্পর্শবৎ দুরাশা। তোমার প্রশংসা অধিক আর কি করিব, তুমি তাড়িতা হইয়াও সেই দেহরাজ্যে গমনকরতঃ তদুপরি ক্ষণিক রাজত্ব কর ও পুনরায় তাহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ভীত হইয়া, তোমাকে পলায়ন করিতে হয়। যাহা হউক, তুমি যে বিশ্বজনোপকারিণী এবং বিশাল বিশ্বের অদ্বিতীয় অধিকারিণী তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিশ্বপাতা বিশ্বস্রষ্টার বিশাল সৃষ্টিরাজ্য মধ্যে

যে ব্যক্তি এতাদৃশ নিদ্রাসুখভোগে বঞ্চিত, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী। শান্তি যে কি দ্রব্য, শান্তি নামে এই মর্ত্ত্যধামে কোন এক অপার্থিব পরম সুখপ্রদ অমূল্য রত্ন আছে কি না, মন্দভাগ্য ব্যক্তি কখনও জানে না, কিম্বা তাহার চিরসহচরী চিন্তা, ও তাহার দুর্ণিবার পরম শত্রু শোক, তাহাকে ক্ষণেকের তরেও জানিতে দেয় না। হায়! চিন্তানলে যাহার দেহ সতত দগ্ধ, শোকতাপে যাহার হৃদয় ভগ্ন, প্রণয় ও শোকচিন্তার যুগপৎ সঙ্গমে যাহার দেহান্তঃকরণ সতত জর্জ্জরিত, ক্লিষ্ট ও পরিপেষিত; চিন্তাবিষের কি বিষম জ্বালা, শোকজ্বরের কি ভীষণ তাপ তাহা সেই বলিতে পারে! হায়! চিন্তাশোক-বিষ-দংশনের প্রতিকারের কি কোনও ঔষধি নাই? বোধ হয় সাহক্লুতাই এই বিষম উৎকট ব্যাধির ঔষধি; এই ঔষধ ব্যবহার করিতে করিতে যে দিন তাহার ভবলীলার অবসান হইবে, সেইদিনই তাহার রোগেরও সম্যক্ প্রশমন হইবে; নচেৎ এ ঔষধিও ফলপ্রদ নহে।

অয়ি নিদ্রে! সকলেই তোমার অধীন, কিন্তু

যাহারা ইচ্ছাক্রমে তোমার সঙ্গসুখ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাও যে বীর নামে অভিহিত, ইহাতে তোমার গৌরব হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া বরং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; যেহেতু বীরের কার্য্য বীরকে পরাজিত করা। যদি তুমি সাধারণ রমণী মধ্যে পরিগণিতা হইতে, তাহা হইলে তোমাকে পরাভূত করিলে তাহার শিরোদেশে কখনই বীরত্বমুকুট শোভিত হইত না। তোমাকে পরাস্ত করা বা অনুক্ষণ তোমার আজ্ঞা অবহেলা করাও যেন যোদ্ধৃগণের একটি বীরত্ব-পরিচায়ক লক্ষণস্বরূপ। মহাবীর নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি দিবা ও রাত্রিকাল মধ্যে অতি অল্প সময়ই নিদ্রায় যাপন করিতেন। মহাবীর অর্জ্জুনও এমন একটি নামে অভিহিত, যাহার অর্থে নিদ্রো-বিজয়ী বুঝায়; এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বীর অর্জ্জুনের এতাদৃশ নামপ্রাপ্তিও বীরত্ব-পরিচয়ের এক চিহ্নস্বরূপ।

অয়ি! চিত্তচমৎকারিণী লীলাময়ি! তোমার আরও এক ব্যবহার-চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া

যায় যে, যদি তুমি কাহারও কর্ত্তৃক সত্য সত্যই অবমানিতা ও অনাদৃতা হও,তবে তাহার বহু চেষ্টাসত্ত্বেও তোমার পুনঃ-দর্শন প্রাপ্তি ও পুনরালিঙ্গন-সুখলাভ তাহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। তুমি তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে অবহেলার প্রতিশোধ প্রদান কর। এই জন্য তাহার পুনঃ সম্ভাষণ তোমার ইচ্ছানুমোদিত হয় না। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয়, যেন এ সমস্তই তোমার অসন্তোষের আভাসদায়ক। কিন্তু তাহার ঈদৃশ জড়ীভূত-গতি-চাতুর্য্য-দর্শনে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া,তোমার প্রতি অথবা মানবীয় স্বীয় ব্যবহার প্রতি দোষারোপ করা যায়, এতদ্বিষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ রহিতে হয়। কি প্রকারে বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে হয়, তাহা সে জানে না বলিয়াই, হয় ত তাহার সহিত তোমার প্রেমালিঙ্গন করার ইচ্ছা থাকিলেও সৌহার্দ্দ্য-নিয়মের বৈপরীত্যনিবন্ধন তুমি স্বীয় মনস্কামনার পূরণে অসমর্থা। প্রথমতঃ গৃহাগত ব্যক্তির অনাদর গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বহির্ভূত। "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।" দ্বিতীয়তঃ বন্ধুর সহিত

সদালাপের স্থান ও সময় নিরূপিত আছে, যথাকালে বন্ধুকে আহ্বান করা বিধেয়। এতৎ সমস্ত নিয়মলঙ্ঘনকারিগণের হৃদয়ে তোমার ব্যবহার মর্ম্ম-ব্যথা প্রদান করে বটে, কিন্তু ভক্তজনের অন্তরে ব্যথা দেওয়া তোমার অভিপ্রেত না হইলেও পর-মেশ-নিরূপিত প্রকৃত-পন্থার অনুসরণ, করিতে তুমি বাধ্য বলিয়াই সর্ব্বময় সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত নিয়ম সংরক্ষণজন্য মৈত্রেয় ব্যবহার-প্রণালী সুশৃঙ্খল রাখিবার জন্য, তোমার ব্যবহার মানবচক্ষে সময়ে সময়ে অপ্রীতিকররূপে প্রতীত হয়। যাহা হউক, তুমি যে এক স্বর্গীয় মহদুদ্দেশ্য সাধনহেতু দুরিত-তাপহারী ভবভয়নিবারণকারী ভবজনপ্রতিপালক ভবপতি ভগবান্ কর্ত্তৃক এই ভূমধ্যে প্রেরিত, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং এই স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তকে জটিল তর্কের বিষদংশন-ক্লিষ্ট করারও কোন প্রয়োজন নাই।

যে প্রকার রাজকীয় আইন লঙ্ঘনকারিগণের নিমিত্ত এতদ্দেশে স্থানে স্থানে কারাগারসমূহ নির্ম্মিত আছে এবং অসৎ কর্ম্মান্বিতগণ রাজ-নিদেশে

তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অসৎকর্ম্মের জন্য তস্কর, দস্যু, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি পৃথক পৃথক কুৎসিত নামে অভিহিত হইয়া এবং কারাগারে আবদ্ধ রহিয়া, স্বীয় কুকর্ম্মের ফলস্বরূপ নির্দ্দিষ্টকালজন্য নানাবিধ শাস্তি ভোগ করে, তদ্রূপ যাহারা তোমার অনুগমনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা অলস, অকর্ম্মণ্য, নিদ্রালু ইত্যাদি অবহেলাসূচক নামে অভিহিত হইয়া, তাহাদের কৃত-কর্ম্মের ফল-স্বরূপ নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ-করতঃ এই ভবকারাগারে দিনযাপন করে।

ভূমণ্ডলস্থ নৃপতিগণ স্বীয় রাজ্য-সীমার অন্তর্গত প্রজাগণের উপরই রাজত্ব করিয়া থাকেন, কিন্তু তোমার রাজত্ব অতি বিপুল ও অসীম, তোমার প্রভাব ও আধিপত্য অতি মহান্। কেবল মাত্র মানবগণ যে তোমার আধিপত্যাধীন তাহা নহে, পরন্তু বিশ্বাধিবাসী সমুদয় জীবগণের উপরই তোমার অপ্রতিহত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; এই হেতু তোমাকে বিশ্বশাসনকর্ত্রী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তোমার রাজত্ব-কালে জীবগণ নিশ্চেষ্ট

হইয়া পড়ে, ও তাহাদের দৈহিক সজীবতা নষ্ট হইয়া যায়। তোমার প্রভাব ও রাজকীয় শাসন যে কেমন অত্যাশ্চর্য্য তাহার সম্যক বর্ণনা দুঃসাধ্য। যে ভূখণ্ড অগণিত জীবসমূহের স্পষ্ট অস্পষ্ট নানা শব্দে শব্দায়মান থাকে, সেও তোমার আগমনে মৌন-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে; তাহাতে বোধ হয় যেন, স্বয়ং প্রকৃতিদেবী তোমার প্রভাবে নিস্তব্ধা রহেন; এই নিমিত্ত অদ্ভুত কার্য্য তোমার মায়া দ্বারা সম্পন্ন হয়। তোমাকে প্রকৃত রাজ্ঞী-পদ বাচ্যা করিতে গেলে বলা উচিত যে, প্রথমতঃ তুমি তোমার প্রজাগণের স্ফূর্ত্তির নাশ কর, তৎপরে অপ্রতিহত-প্রভাবে এক প্রকার মৃত-প্রায় স্পন্দহীন জড়বৎ প্রজাগণের উপর রাজত্ব বিস্তার কর, এনি-মিত্ত তোমাকে মৃতগণের শাসনকর্ত্রী ও মৃতরাজ্যের অধিশ্বরী বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদ্যাপ তোমার রাজত্বশাসনবিধি এতাদৃশী ও রাজ্যস্থাপন এই প্রকার হয়, তবে তুমি বীর ও মহাবল পরা-ক্রমশালী যোদ্ধৃগণের ন্যায় উচ্চপদ প্রাপ্তির আশা করিতে পার না। দেখ বীরগণকে অসংখ্য শত্রুর

পরাজয় করিয়া, ধরাতলে মানবশোণিত-স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া ও বিপুল-বিঘ্ন-সমূহ অতিক্রম করিয়া দৃঢ়ভাবে রাজ্য সংস্থাপন করিতে হয়, কিন্তু তোমার এ সব বীরত্ব-প্রদর্শন বা এ প্রকার তুমুল সংগ্রাম কোথায়? কুহকদ্বারা বা কৌশল দ্বারা দেশ জয় করিয়া, যিনি কোনও রাজ্যের অধীশ্বর হন, তাঁহার নাম বীরতুল্য উচ্চ ও বহু সম্মান-সূচক ভূষণে ভূষিত করা তোমাদের কার্য্য।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তোমার শাসন-প্রণালী ইন্দ্রযমাদি দিক্‌পাল এবং ভূমণ্ডলের যাবতীয় ভূপালগণ-প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী অপেক্ষা স্বতন্ত্র; যেহেতু তুমি বলিতে পার যে, "আমি মৃতগণের উপর রাজত্ব করি না, আমি শান্তি-রাজত্ব স্থাপনকারিণী; তাই যে কোনও মুহূর্ত্তে এই বিশাল রাজত্বমধ্যে যে কোনও স্থানে আগমন করিয়া, প্রজাগণের সম্মুখীন হই; তখন তাহাদিগের চিত্ত স্বতঃই আমার প্রতি ধাবিত হওয়ায় তাহারা নম্রতা-পূর্ণ হইয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মৌন-

ভাব অবলম্বন করে। কি দিবাভাগে, কি নিশাকালে যে কোনও সময়েই আমি যে কোনও ব্যক্তির অগ্রবর্ত্তিনী হই, তখনই শান্তিস্বরূপ রাজ-প্রভাবে তদুপরি ক্রমশঃই আধিপত্য করিতে থাকি; ইহাতে বোধ হয়, যেন সে তাহার সম্যক্ বশ্যতা স্বীকারের লক্ষণস্বরূপ স্বীয় মস্তক অবনত করে এবং কিয়ৎকাল পরে পুনরায় যেন তাহার আত্যন্তিক আন্তরিক বিমল শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতার পরিচয়স্বরূপ সে আমার পদতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হয়। এই হেতু রাজদ্রোহদমন জন্য বা কোনও উৎপাত নিবারণজন্য আমাকে কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয় না। এই প্রকার অপ্রতিহতভাবে আমি আমার রাজত্বে আধিপত্য করিয়া থাকি। পরপদাঙ্কিতপথানুসরণ করিতে আমি ইচ্ছা করি না বলিয়া, প্রজাদেহে এক নূতন জীবনের সৃষ্টি করি এবং এক নূতন কার্য্যের আবিষ্কার করি; বলিতে কি,—আমার স্বল্পকালীন রাজত্বের জন্য আমি এক নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকি। এতৎ সমুদয় অদ্ভুত কার্য্য আমার কুহক দ্বারা

নিষ্পন্ন হয়; এই মায়াবলকেই তোমরা আমার রাজদণ্ড বা দেশশাসনের প্রধান অস্ত্র বলিতে পার; তরবারি বা কামান-স্থানীয় হইয়া ইহাই আমার কার্য্য করিয়া থাকে।

আমি আমার অভিনয়মঞ্চে নানাভাবে ক্রীড়া করিয়া থাকি। আমার এই ক্রীড়া প্রদর্শনের এক প্রশস্ত ও নির্দ্দিষ্ট সময় আছে এবং সেই নিরূপিত কালক্রমে আমি এই ভবনাট্যশালায় আবির্ভূতা এবং তৎকালাবসানে এ স্থান হইতে তিরোহিতা হই। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই জীবগণের উপর আমার প্রসারিত মায়াজাল সঙ্কুচিত করি; কেহ বা এই জাল নিক্ষেপ করিতে সতত তৎপর, আবার কেহ বা আরও কিয়ৎকাল ইহাতে জড়িত থাকিতে উৎসুক। এবম্বিধ অভিনব উপায় উদ্ভাবন করতঃ স্বর্গীয় আদেশক্রমে আমি মানবগণকে শাসন করি। আমি স্বর্গ হইতে জীবগণের ঐহিক-কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে বা তাহাদের অন্তঃকরণে ক্লেশ প্রদান করিতে ধরাতলে অবতীর্ণা নহি; কিন্তু যাহাতে তাহারা স্ব স্ব ঐহিক কার্য্য সম্যক্‌রূপে

সম্পান্ন করিতে পারে, তন্নিমিত্তই তাহাদিগের মন ও দেহমধ্যে এক নূতন সঞ্জীবতা প্রদান করিতে এই মর্ত্ত্যভূমিতে আমার আগমন। "অবিরাম" এই যে শব্দটী উচ্চারিত হইবামাত্র মানব-মন যেন স্বতঃই আঘাত-প্রাপ্ত ও ভীতিযুক্ত হয়; আমি ইহার ভীতিজনক ভাবোপলব্ধি হইতে মানবমনকে বাঁচাইয়া রাখি। আমার আগমনে মানবকে আর অবিরাম-জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। পরম-পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় এই যে "মানব অহর্নিশ পরিশ্রম করিবে না বা সর্ব্বদা অলসভাবে কাল-যাপন করিবে না; যেহেতু মানবগণের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে।"

পাঠক! পরিশ্রম ও আরাম নামক যে দুইটী কথা আছে, নিয়মিতভাবে এতদুভয়েরই প্রতি-পালন করা সকলের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাদের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সকলেরই সাধ্য-মত যত্নবান্ হওয়া উচিত। নির্দ্দিষ্ট সময় গুলির প্রতি অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখিলে ও তৎসমুদয় যথা-রীতি প্রতিপালন করিলে, সৎপথ হইতে বিচলিত হইবার

আশঙ্কা থাকে না, নচেৎ প্রায়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। দেখ যে ব্যক্তি নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করে, সে কেমন গভীর নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করে ও তাহার শরীরই বা কেমন সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে, আবার দেখ যে ব্যক্তি অলস-ভাবে দিন যাপন করে,তাহাকে নিদ্রাজনিত-শান্তি-সুখভোগে বঞ্চিত থাকিতে হয় ও তাহার শরীর ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে; যেহেতু অনিদ্রা এ প্রকার ভয়ানক পীড়া যে, ইহা মানবের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ করতঃ তাহার জীবন নিরর্থক করিয়া ফেলে এবং স্বভাবতঃই তাহার নিকটে স্বীয় জীবন তখন অকিঞ্চিৎকর ও ভারজনক বলিয়া প্রতীত হয়। এজন্য নিয়মিত নিদ্রা ও নিয়মিত পরিশ্রম উভয়ই মানব জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সকলে নিয়মিত নিদ্রার মনোহর সুখ সম্ভোগ করুক এবং তদ্দারা নববলে বলীয়ান্ হইয়া সুখে জীবনাতিপাত করুক, পরমপিতা পরমেশ্বরের চরণতলে ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

পাঠক! একণে কে না মুক্তকণ্ঠে, অম্লানবদনে স্বীকার করিবে যে, স্বর্গলোকাবতীর্ণা, মহদ্দেশ্য-

নিদ্রা।

সমন্বিতা ধরাধামসমুপাগতা সাক্ষাৎ শান্তিস্বরূপা নিদ্রাদেবী সর্ব্বতোভাবে বন্দনীয়া ; এবং যাঁহা কর্ত্তৃক এই শান্তিদেবী জীবগণের ক্লান্তি-হরণার্থে আরামপ্রদানহেতু এই মর্ত্ত্যভূমে প্রেরিতা, তাঁহাকে অন্তরের সহিত অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করা যে মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও তাঁহার চরণতলে সতত প্রণত থাকা যে আমাদের জ্ঞানানুমোদিত, তাহাই বা কে স্বীকার না করিবে ? সেই দেবাদি-দেব, দেবেন্দ্রগণারাধিত, ধ্যান-যোগ-জ্ঞানাতীত, অচিন্ত্য, অনাদি, অমরকিন্নর-সেবিত, সর্ব্বহৃদয়স্থিত সর্ব্বপতিকে যে ভ্রান্ত মানব,—যে মায়াজাল-নিপতিত মূঢ় মানব,যে ধন-গৌরব-সমন্বিত উদ্ধত-প্রকৃতি-মানব,—ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হয়, তুমি নিশ্চয় জানিও, সেই হতভাগ্য জীবের কুত্রাপি শান্তি নাই এবং তাহার উদ্ধারের পথ যে সতত অবরুদ্ধ তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। নিদ্রা বা বিরাম যে কতদূর প্রয়োজনীয়, প্রকৃতি দেবীর বিশাল ভাণ্ডারে তাহার অগণিত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত-রাশি সতত বিরাজমান রহিয়া, মানবের মুদ্রিত চক্ষু উন্মীলিতকরতঃ

সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর করাইয়া দিতেছে যে, হে বিশ্বা-বিশ্বাসী সতত অভিমানী মানব ! দেখ,বিরাম পার্থিব কার্য্যের গতিপথ অনুক্ষণ পরিষ্কার করিয়া রাখে ও অবিরাম তাহার বিপরীত-ফল উৎপাদন করে।

এ স্থলে এতদ্বিষয়ক কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা সূর্য্য যদ্যপি তাহার জ্বলন্ত কিরণ-জাল অবনীতলে বিতরণ করিতে ও সমভাবে অনু-ক্ষণ ধরাতলকে উত্তপ্ত করিতে থাকে, তবে কোন জীব পৃথিবীতে বাস করিতে পারে না এবং কোনও উদ্ভিদ্ও এতদুপরি জন্মিতে পারে না ; ইহা জীব-জন্তুর বাসবিহীনা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-ময়ূখমালোত্তপ্তা মায়াবিনী-মরীচিকা-সহচরী মরুভূমি হইয়া যাইবে। হায় ! যে পৃথিবী এক্ষণে বিবিধ-শস্য-প্রসবিনী হইয়া স্বীয় অঙ্কদেশে অসংখ্য শিশু-সন্তান স্থাপনকরতঃ নানাবিধ সুখাদ্য ও সুরস প্রদানে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, সে যে তখন বিকটমূর্ত্তি খরতরজ্যোতিঃশালিনী স্নেহমমতাবিবর্জ্জিতহৃদয়া রক্তজবালোচনা এক অগ্নিমুখী রাক্ষসনারী হইয়া দাঁড়াবে, এমন কি যে রত্নগর্ভা জলধি এপ্রকার বিশাল

ও গভীর এবং যে বারিধি বহুসংখ্যক জীবজন্তুর আবাস স্থল, যে তোয়নিধি-সমূহ আজ বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বরের বিশাল ভূরাজ্যের পরিখারূপে সীমাদেশ সংরক্ষণ করিতেছে, যদ্যপি দেবদিবাকর তাঁহার প্রচণ্ড রশ্মিদ্বারা সতত জল আকর্ষণকরতঃ তাহাদের ভাণ্ডার লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন, তবে কালে যে ইহারাও নির্ধন হইয়া পড়িবে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি ? তখন তাহাদিগের আশ্রিত জীবজন্তুদিগকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের নিজ অস্তিত্বের আশাই বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপে প্রাকৃতিক যাবতীয় নিয়মসমূহ বৈপরীত্য ও বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইবে। তবেই দেখ, জগদীশ্বরের অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইল না ! পুনঃ, যদি সূর্য্যদেব স্বীয় কার্য্য হইতে নিরস্ত হয়েন, তাহা হইলেও সমুদয় বিশ্ব কঠিনতা প্রাপ্ত হইবে এবং ঐহিক কার্য্য সমুদয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। আবার যদি জলধর অবিরত জলবর্ষণ করে, তবে কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর ; কি বিপুলৈশ্বর্য্যাধিকারী নরপালগণের ইষ্টক-প্রস্তর-নির্ম্মিতাভ্রভেদী-তুষার-ধবলাকার নেত্র-

তৃপ্তিকর, আকাশমার্গ সমুদিত সমুজ্জ্বল বিদ্যুৎ রেখাবৎ, বিস্তৃত-প্রাঙ্গন-মধ্যস্থ, প্রকৃতি-কণ্ঠদেশ-বিরাজিত দীপ্তিমান্ রত্নহারবৎ, অন্তরীক্ষোড্ডীয়মান শুভ্রবর্ণ বিহঙ্গমশ্রেণীবৎ সৌধরাজি, কি নয়নরঞ্জন। মনোমুগ্ধকর, বহুমূল্য দ্রব্যপরিপূর্ণ বিপণিশ্রেণী ; কি অশেষবর্ণ, বিবিধ-দর্শন-সুখোপজায়ক, নানা প্রসূন-বৃক্ষ-পরিশোভিত, মধুস্বর, বিচিত্রসৌন্দর্য্য বিহগ-কুল-সঙ্গীতগুঞ্জরিত, গুল্মলতা-পরিশোভিত বিবিধ ইষ্টকালয় সমন্বিত, পরিখাসুরক্ষিত, উন্নত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নয়নাভিরাম উদ্যান সমূহ ; কি প্রকৃতি-হৃদয়স্থ, স্বর্গীয়হস্তনিয়োজিত লৌকিক শিল্প-নৈপুণ্য ; কি নানাস্বাদবিশিষ্ট উপাদেয়-ফলপ্রদ বিটপিশ্রেণী ; কি প্রান্তর-মধ্যস্থ অত্যুচ্চ, পথশ্রান্ত পান্থজন-ক্লান্তিহর মহীরুহ, বলিতে কি ধরাতলস্থ সমুদয় বস্তুই অতল জলমগ্ন হইয়া যাইবে, তখন কেবল মাত্র অনিয়ম-সংঘটিত, স্মরণাতীত সৃষ্টি-কালীন বিশ্ব-প্রাথমিক দর্শনবৎ এক সুবিস্তৃত বারি-ক্ষেত্র, সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিবে। পুনরায় যদি জলধর কিয়ৎকাল যাবৎ নিজ কার্য্য

হইতে নিরস্ত থাকেন, তবে দুর্ভিক্ষরূপ কালপুরুষ ভীষণ বিরাটমূর্ত্তি ধারণকরতঃ ধরাধামে উপনীত হইয়া যাবতীয় জীবসমূহের শান্তিপূর্ণ-হৃদয়ে ঘোর অশান্তির উদ্রেক করিয়া তুলিবে এবং ঘোর-দর্শন বিশাল-বদন ব্যাদানকরতঃ জীবসঙ্ঘকে ক্রমশঃ গ্রাস করিতে থাকিবে এবং তাহার নর-শোণিত পিপাসালোলুপ রসনা কিয়ৎকাল স্বেচ্ছানুরূপ মানব-রুধির-পানে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। রৌদ্র ও বৃষ্টি উভয়ের ক্রমিক সাহায্যে শস্যসমূহ উৎপন্ন হয়, কোন প্রকারে তাহাদের কার্য্যবৈষম্য সংঘটিত হইলে, শস্যোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মিবে। এতদ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, কার্য্য মাত্রেরই অবিচিত্রতা সম্যক্ পরিবর্জ্জনীয়া। প্রাচুর্য্য ও অভাব উভয়ই ক্ষতিজনক। কিয়ৎকাল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, পৃথিবীস্থ সকলেরই স্ব স্ব কার্য্য-সমষ্টি সম্পাদনহেতু পৃথকপৃথক কাল ও নিয়ম জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বর কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। নিদ্রার জন্য যে সময় স্থিরীকৃত, তাহার ব্যতিক্রম হইলে অনিষ্ট-সংঘটনের বিশেষ সম্ভাবনা।

অভাব ও আতিশয্য দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু বটে, কিন্তু উভয়েই ভীষণ ফলোৎপাদনে সমর্থ এবং কেবলমাত্র এই অহিত-সাধন-পারগতায় তাহাদের পরস্পর লক্ষ্যৈকী ভাব দৃষ্টি হয়। যে প্রকার জলাভাবে ও জলপ্লাবনে, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি উভয় অবস্থাতেই লোকে অতিশয় কষ্ট ভোগ করে, তদ্রূপ অনিদ্রা ও নিদ্রাধিক উভয়ই শরীরকে রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে; যে প্রকার আহারাভাব ও অতিরিক্ত আহার উভয়ই শরীরে পীড়াদায়ক, তদ্রূপ সর্ব্বত্রেই অভাব ও আতিশয্য অহিতকর, সন্দেহ নাই।

এই হেতু এতদুভয়ের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। সুনিয়মের অনুসরণ করিলে অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়। যে প্রকার উষ্ণতা ও শৈত্য, আলোক ও অন্ধকার, দিবা ও রাত্রি, সেই প্রকার জাগরণ ও নিদ্রা। প্রথমটী উগ্রতার ও দ্বিতীয়টী শান্তির পরিচায়ক। সকলেই শাসনকর্ত্তা হইতে পারে না, কতকগুলিকে অবশ্য শাসনাধীন হইতে হইবে। শাসনকারিগণ উদ্ধত-

স্বভাব হইলে পরস্পরের মিলন সংরক্ষণ জন্য অধীন-গণকে নম্রস্বভাব হইতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে বিষম অরাজকতা উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই।

অয়ি মোহিনীশক্তি-সমন্বিতে! তোমার চিত্ত-বিনোদন ক্রীড়াকলাপ সন্দর্শনে মানব অবলীলাক্রমে সুস্পষ্ট প্রতীতি করিতে পারে যে তোমার প্রভাব বস্তুতঃই অপূর্ব্ব ও অনৈসর্গিক। ব্যাঘ্রগণ, যাহাদের ভীমগর্জ্জন আকাশমার্গ প্রতিধ্বনিত করে; দারিদ্র্য-প্রপীড়িত পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকগণ, যাহাদের আর্ত্তনাদ দয়ার্দ্র হৃদয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করে এবং কৃপণদিগের নিষ্ঠুর কঠিন হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে; চিন্তা জর্জ্জরিত মানবগণ, যাহাদের অবিরাম প্রজ্বলনশীল চিন্তানল মাংসাস্থি সতত দগ্ধ করে; নয়-নানন্দদায়ক নানা সুন্দর রঙ্গ রঞ্জিত ইতস্ততঃ সতত উড্ডয়নশীল ক্ষুদ্র পক্ষিগণ, যাহাদের শ্রুতিমধুর মনোহর কলরবরূপ অব্যক্ত ভগবদ্‌গুণানুবাদক সঙ্গীতধ্বনি বিজন ভীষণ কাননের সজীবতা প্রদান করে ও যাহাদের উল্লাসধ্বনি ঘোর অটবী মণ্ডলী-

কেও উল্লাসিত করে; প্রণয়পাশবদ্ধ দম্পতিযুগল, যাহারা অনিমিষ-নেত্রে পরস্পরের দর্শনে তৃপ্তিলাভ করে না; প্রচুর ধনাধিকারী সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ, যাহাদের অর্থাকাঙ্ক্ষার পরিসীমা নাই; ঘোর অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ, যাহারা গৃহস্থগণের ধনরাশি লুণ্ঠন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ তরবারি নরশোণিতে রক্তাক্ত করে; অয়ি নিদ্রে! তোমার মধুর প্রভাবে ইহারাও ক্ষণকালের জন্য মৃতবৎ নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। তুমি কিয়ৎকালের জন্য ইহাদের অস্থির চিত্তে শান্তি প্রদান কর, কিন্তু যেমনই তুমি তৎসকাশ হইতে প্রস্থান কর, অমনি ইহাদের ক্রূরতা এবং চিন্তানল পুনরায় পূর্ব্ববৎ জ্বলিতে আরম্ভ করে।

নিদ্রা ঔষধ রূপে।

অয়ি দয়ার্দ্রহৃদয়ে! তোমার দয়া সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। তুমি চিকিৎসকগণের অনেকানেক উপকার ও ফলদায়ক কার্য্য সম্পাদন কর। যে সকল জীর্ণ রোগাক্রান্ত রোগিগণ কাশ, শূল

ইত্যাদি যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় অভিভূত, অবিরত যাতনা ভোগে যাহাদের মন সংসার হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, যাহারা ললাটদেশে করাঘাত করতঃ অনুক্ষণ নিজ মন্দভাগ্যের তিরস্কার করিতেছে, অবিরত ক্লেশভোগ যাহাদের জন্ম-পরিগ্রহের হেতু এতাদৃশ বৈরাগ্যযুক্ত হতাশ ভাব যাহাদের হৃদয় মাঝারে সর্ব্বদা বিরাজমান, বিস্বাদযুক্ত বহুল ঔষধ যাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণোপযোগী সুস্বাদু খাদ্য, ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত, বিষমযন্ত্রণা-ভিভূত, সংসার-বিরাগী, মুমূর্ষু ব্যক্তি-গণের অশান্ত হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্যও আরাম প্রদানের তুমিই একমাত্র প্রধান নিদান ও বিকট ব্যাধির ক্ষণিক প্রতিকার। কোনও মতে বৈদ্য-গণ তোমার শান্তিপ্রদ আশ্রয়তলে তাহাদিগকে স্থাপিত করিতে পারিলে ধন্যবাদার্হ হয় ও রোগি-গণও সাময়িক শান্তি লাভ করে।

অয়ি ভেষজরূপিণি! তুমি ঐ রোগিগণকে তোমার মনোহর প্রভাবে বশীভূত করিয়া ও তোমার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত

যন্ত্রণা হইতে শান্তি দাও বটে, কিন্তু যেমনই তুমি সে স্থান হইতে তিরোহিতা হও, অমনই সেই দুর্নিবার যন্ত্রণা পুনরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করে; ইহাতে তোমার মহিমার লাঘব হয় না। মানব স্বীয় অদৃষ্টক্রমে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, যিনি সর্ব্বদুঃখ-হারী অবশ্য তাঁহার কৃপায় সমস্ত কর্ম্মফল ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু তাহার অবিরত ক্লেশভোগ মধ্যেও তুমি ক্ষণিক শান্তিরাজ্য সংস্থাপন করতঃ স্বীয় প্রভাব-মাহাত্ম্য জনসমাজে প্রদর্শন করিতেছ। তোমার আগমনে চিকিৎসকের মনে বড়ই আনন্দ জন্মে সন্দেহ নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই প্রশংসার মূলীভূত কারণ হইলেও কেহ তোমার প্রতি দৃক্‌পাত করে না। যে বৈদ্য বা চিকিৎসক বহুদর্শী, তিনি সতত তোমার দয়া আকর্ষণে সমর্থ এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে তোমার আগমনে কোনও বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই তাহা তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারেন। অতএব চিকিৎসা শাস্ত্র যে তোমার নিকট চিরঋণী তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বপ্ন ধর্ম্মপ্রচারক রূপে।

হে মহাশক্তিসমন্বিত স্বপ্ন! যে মহম্মদ সাধারণ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও তোমার প্রভাবে অবশেষে এক নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করতঃ ধর্ম্মপ্রচারক নামে খ্যাত হইলেন, যাঁহার নাম মানবহৃদ্‌পটে সমুজ্জ্বল অক্ষরে চির অঙ্কিত রহিয়াছে, বিস্মৃতি-জলধির তলদেশে যিনি কদাচ নিক্ষিপ্ত হইবেন না, তাঁহার এ প্রকার মহত্ত্ব ও অমরত্ব লাভ তোমারই মহিমা প্রচার করিতেছে। পৃথিবীতে এ প্রকার অনেক দেশ আছে যেথানে মহম্মদের নাম ধর্ম্মকথার সহচরস্বরূপ; সেই সমস্ত দেশে মানব-মানসক্ষেত্রে তিনি এ প্রকার সতর্কতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছিলেন যে দীর্ঘকাল অতীত হইলেও সে বীজসমূহ বিনষ্ট হয় নাই, বরং ক্রমাগত নব কলেবরে নিজ সত্যতা প্রমাণ করতঃ অঙ্কুরিত হইতেছে। মহম্মদ যদি স্বপ্নের আধিপত্যাধান না হইতেন, যদি তিনি অলৌকিক স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত না হইতেন, তবে তিনি এতাদৃশ উচ্চপদলাভে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ,

কিংবা তাঁহার নাম চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইত কি না তদ্বিষয়ে গবেষণা বৃথা মহম্মদ যখন ভগবচ্চিন্তনে নিযুক্ত ছিলেন তখন একদা স্বপ্ন দেখিলেন— কতকগুলি স্বর্গীয় পরী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন যে "হে ধ্যানমগ্ন মহম্মদ! তুমি ঐ সমস্ত স্বর্গীয় আদেশ প্রতিপালন কর, সম্মুখীন বিঘ্ন সকল বীরান্তঃকরণে অতিক্রম করিয়া তোমার ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন কর, তোমার ভ্রমান্ধকার দূব কর, শত্রুগণের ভীতিপ্রদর্শনে ও নির্ব্বোধগণের অবহেলায় ভীতচিত্ত বা হতাশ হইও না, জনসমাজে নিঃশঙ্কচিত্তে তোমার ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হও।" এইরূপে তিনি দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া তরবারিহস্তে স্বীয় ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিলেন। অয়ি নিদ্রে! তোমারই গৌরবের কথা যে, তোমার বরপ্রাপ্ত তনয় মহাবীর মহম্মদ বীররূপে ও স্বয়ং ভগবদ্বন্ধুরূপে আজ নানাদেশে পূজিত হইতেছেন।

স্বপ্ন ভগবদ্দর্শনের পথ ও স্বর্গীয় শিক্ষক রূপে।

যদি সেই সর্ব্বেশ্বর সংলগ্ন কোনও নির্দ্দিষ্ট

পথ থাকে, যদ্যপি সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত এই ধরাধামে কোন নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে, তবে অলৌকিক প্রভাবশালী স্বপ্নই সেই পথ-স্বরূপ এবং সেই মহাসম্বন্ধ। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে, ডেভিডের পুত্র সলোমান তাঁহার পৈতৃক রাজস্বের অধিকারী হইয়া ভগবৎ-প্রেমে মন নিয়োজিত করিলেন, এবং এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদের প্রার্থনা কর?" তিনি অর্থ সম্মান, দীর্ঘজীবন বা শত্রুগণদমন প্রভৃতি কিছুই প্রার্থনা না করিয়া বলিলেন "হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্! যখন তোমার ঐশ অনুগ্রহে অসংখ্য জনের অধিপতি হইয়াছি তখন আমি আর ঐহিক তুচ্ছ ও অনিত্য সুখ লাভের কামনা করি না। হে দয়া নিধান দয়াময়! হিতাহিতবোধের প্রকৃত ও বিমল জ্ঞান বিতরণ দ্বারা আমাকে চরিতার্থ কর এবং যাহাতে আমি প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারি, এ প্রকার

উপদেশ দ্বারা আমার জীবন সার্থক কর। তিনি তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া উঠিলেন এবং জ্ঞানী সলোমান নামে অভিহিত হইলেন। পাঠক! দেখ স্বপ্নের কি অলৌকিক প্রভাব, মানব শত শত জন্মেও যে জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ, সেই দুর্লভ জ্ঞানরত্ন আজ সম্রাট সলোমানের নিকট স্বপ্নের প্রভাবে অনায়াসলব্ধ হইল, মহতের আশ্রয়ে মহাসুখেরই উপচয় হয় তাহাতে সন্দেহ কি? তাই নীচ লোক সমৃদ্ধিমান্ হইলেও সাধুজন তাহার আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা না করিয়া মহজ্জনের আশ্রয়ই প্রার্থনা করে।

"থাকুক প্রচুর ধন নীচ যদি হয়,
সাধুজন কভু তার না লন আশ্রয়।
নীচম্ সমৃদ্ধমপি সেবতে নীচ এব
তং দুরতঃ পরিহরন্তি পুনর্মহান্তঃ।"

সুহৃদয় পাঠক! সলোমানের মত কত শত রাজা রাজত্ব করিতেছেন, কিন্তু বল, কোন ইতিহাস তাহাদিগকে বিস্মৃতি-জলধির গর্ভ হইতে ঊর্দ্ধে

উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিতেছে? বল, কোন ইতিহাস কোন রাজার নাম জ্ঞানীরূপ মহোপাধি-ভূষিত করিয়া নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছে? সলোমানের ভৌতিক দেহ আজ মানবনেত্র-পথ হইতে চিরলুক্কায়িত বটে, কিন্তু তাঁহার সুনামরূপ অবিনশ্বর সূক্ষ্ম দেহ এখনও বিরাজিত। স্বপ্নের অনৈসর্গিক মহিমার পরিচায়ক বিস্তর অলৌকিক ব্যাপারের বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরমেশ্বরের সহিত ইহাঁর যে একটী পবিত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হয়। পরমেশ্বরের সহিত ইহাঁর সংযোগ না থাকিলে ঐ স্বপ্নরূপ পথ অনুসরণ করিয়া কে কোন কালে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিত?

স্বপ্ন ভবিষ্যৎ বক্তারূপ।

একদা রাত্রে বুদ্ধদেবের স্ত্রী স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করতঃ তৎক্ষণাৎ দূরদেশে প্রস্থান করিবেন। বিধির কি লিখন যে

সেই রাত্রিতেই বুদ্ধদেব তাঁহার প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাকে নবপ্রসূত শিশু সহ পশ্চাতে পরিত্যাগ করিলেন। দারাস্নেহবদ্ধ তরুণবয়স্ক রাজপুত্র বুদ্ধদেব, অতুল রাজ্য সুখ ও সাংসারিক মায়া মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উদাসীন ভাবে অরণ্যমধ্যে গমন করিবেন। কোন কালে তাঁহার স্ত্রীর অন্তঃকরণে বা তাঁহার আত্মীয় স্বজনের অন্তঃকরণে সে ভাবের উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু স্বপ্ন যেখানে স্বীয় প্রকৃত কারণ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ যেখানে স্বপ্ন প্রকৃতইস্বপ্ন; সেই স্থলেই এই প্রকার ভাবি কালের প্রচার হইয়া থাকে। গৌরাঙ্গ দেবের ইতিবৃত্তেও এতাদৃশ অনেকানেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

স্বপ্ন জ্যোতিষ শাস্ত্রে।

স্বপ্ন জ্যোতিষ [illegible]ণনার সাহায্য করিয়া থাকে এবং মনুষ্যের কি অতীত, কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ এই তিন কালেরই লুকায়িত ভাগ্যফল প্রকাশ করে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে স্বপ্নের বিষয় এত সূক্ষ্ম-রূপে বর্ণিত আছে যে রাত্রিকালে এই প্রকার

স্বপ্ন দেখিলে এই প্রকার ফল হয়; এমন কি, নির্দ্দিষ্ট স্বপ্ন দর্শনের নির্দ্দিষ্ট ফল স্থির করা আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে কোনও স্বপ্নের যে অকারণ উৎপত্তি নাই তাহা বিশেষ প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

স্বপ্ন হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে।

স্বপ্ন রোগস্থিরীকরণে অধিক সাহায্য করে, হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ডাক্তার "জার" বলিয়াছেন যে স্বপ্নের সাহায্যে নানাবিধ গুপ্ত রহস্য ভেদ করা যায়। স্বপ্ন সকল নানা প্রকারের। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৎসমুদয়ের বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু ডাক্তার "জার" স্পষ্টরূপে ও সূক্ষ্মরূপে বিশেষ বিশেষ স্বপ্নদর্শনের বিশেষ বিশেষ ঔষধ ও ব্যবস্থা স্থির করিয়া স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র এই যে মহাভ্রম আজ জগৎকে অধিকার করিয়াছে, তাহার অপসারণে সমর্থ হইয়াছেন। তবে যদি কেহ নিজ পক্ষ সমর্থন হেতু প্রকৃত যুক্তি অবজ্ঞা করে, তবে নিরুপায়। স্বপ্ন দর্শন যথা;—পীড়া, বিবাদ, যুদ্ধ, জন্তু সকল, সর্প, তরণী, জলধি, নদী

ভয়ানক দৃশ্য সমূহ, যাহা মানবকে ভীত ও চমকিত করে, এবং হর্ষোদ্দীপক ইত্যাদি নানাবিধ ভীতিজনক, রহস্যজনক ও ঘৃণাজনক দর্শন। যে স্বপ্ন আত্মার উপর ক্রীড়া করে ও পীড়া যাহা দেহের উপর নৃত্য করে এই উভয়ের মধ্যে যে এক নিকট সম্বন্ধ আছে ইহা স্থির করা প্রকৃতই বৈজ্ঞানিক যুক্তি বটে। জ্যোতিষ শাস্ত্র ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র স্বপ্নসংঘটনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। স্বপ্ন দৈহিক ব্যাপারের সঙ্গে মানবের ভাগ্য বিষয়ও প্রচার করে। যে ব্যক্তির চিত্ত দৈহিক কার্য্য সমূহে এত লিপ্ত, যিনি দিবাভাগে মস্তিষ্কের এ প্রকার অনিয়মিত পরিচালনা করিয়াছেন যে শয়ন কালে নিদ্রাসুখসম্ভোগে বঞ্চিত ও যাঁহার মস্তিষ্ক নিদ্রাকালেও শান্ত না হইয়া চঞ্চল রহিয়াছে, সেই মানব এই অবস্থায় তাঁহার মস্তিষ্কের আসক্তি হেতু তাঁহার দিবাকালীন কার্য্যসমূহের অবিকল অনুরূপ স্বপ্ন সমূহ দর্শন করেন।

স্বপ্ন সত্য ও অসত্য রূপে।

স্বপ্ন অসত্য ও অমূলক বলিয়া কীর্ত্তিত হউক,

কিন্তু ইহার যে ঐশী শক্তি আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। চিত্তের চাঞ্চল্য ও আন্দোলন প্রযুক্ত মানব বৃথা বহুবিধ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। তাহার শান্তি-বিহীন মস্তিষ্ক ঐরূপ বৃথা অমূলক স্বপ্নদর্শনের হেতু। এ স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ইহাকে তখন রোগ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। তখন এ স্বপ্ন যে তাহার এক রোগের লক্ষণ স্বরূপ, তাহা বেশ বুঝা যায়। অতএব এ প্রকার স্বপ্নও অকারণ দৃষ্ট হয় না। কারণ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ সেই সেই বিশেষ বিশেষ দর্শন অবলম্বন করিয়া তাহার চিকিৎসার উদ্ভাবন করিয়াছেন। সাধারণ দ্রষ্টব্য উপসর্গ অনুসারে রোগের উপশম করা অপেক্ষা স্বপ্নের চিহ্ন অনুসারে চিকিৎসা করা অধিক প্রশংসার কার্য্য, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। শান্তি ও স্থৈর্য্য যাঁহার মনোমধ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে, বিপদে পতিত হইয়াও যাঁহার মন বিচলিত না হয়, তিনি এরূপ বৃথা স্বপ্ন দেখেন না, এবং যে দৃশ্য তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হয় তাহা প্রকৃত ও সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

স্বপ্ন দর্শন শাস্ত্রে।

হে স্বপ্ন! তোমার নির্দ্দিষ্ট কোন আকার নাই, তুমি তোমার মঞ্চোপরি কখনও বা নররূপে কখনও বা নারীরূপে অভিনয় কর। পত্নীহীনের নিকট পত্নীরূপে, পতিহীনার নিকট পতিরূপে ক্রীড়া কর এবং প্রণয়িযুগলের বিরহের সময় তুমি পরস্পরের নিকট ক্রীড়া কর ও এই ভাবে মানবগণের নিকট কি সজীব জন্তুর, কি নির্জ্জীব পদার্থের নানাপ্রকার আকার ধারণ কর। তুমি একই কালে নানাস্থানে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করতঃ বহুবিধ ক্রীড়া প্রদর্শনে মানবকে বিস্মৃত ও চমৎকৃত কর। হে চিত্তাহ্লাদন্ নয়নরঞ্জন-রূপ-প্রদর্শক বহুরূপ স্বপ্ন! তুমি দেব কি দানব, পশু কি মানব, শুক কি শারী, নর কি নারী, বৃষ কি ভুজঙ্গ, ব্যাঘ্র কি কুরঙ্গ, কীট কি পতঙ্গ, নক্র কি বিহঙ্গ, তড়াগ কি হ্রদ, জলধি কি নদ; পর্ব্বত কি প্রান্তর, কানন কি কন্দর, মূর্ত্তি কি মূর্ত্ত, মূর্খ কি ধূর্ত্ত; সঙ্গী কি সঙ্গ, অঙ্গী কি অঙ্গ, ক্রন্দক কি ক্রন্দন, পতিত কি পতন; নয়ন কি অশ্রু, বদন কি

শ্মশ্রু ; শব্দ কি শ্রুতি, গন্ধ কি পূতি ; ছায়া কি বৃক্ষ, পথ কি ঋক্ষ ; জল কি জলধর, শশ কি শশধর ; তুমি স্বর্গের অধিকারী কি পথের ভিখারী, শত্রু কি স্বজন মিত্র কি দুর্জ্জন, তুমি জনক কি জননী, ভ্রাতা কি ভগিনী ; হে স্বপ্ন ! তুমি পুত্র কি কলত্র, তোমার চরিত্র অতি বিচিত্র। এই হেতু আমার বোধ হয় যে, তুমি নিরাকার সর্ব্বভূতবিরাজিত, চিদাত্মরূপী। মানব যখন জাগরিত ও জ্ঞানস্থ হয়, তখন নিদ্রাকালীন দৃশ্যসমূহ যে প্রকৃত দৃশ্য নহে, তাহা যে স্বপ্ন মাত্র ইহা সে বুঝিতে পারে। এবং এতৎ সমস্তই যে কেবলমাত্র মায়ার সাহায্যে নির্ম্মিত চিদাত্মার ক্রীড়া ব্যতীত কিছুই নহে তাহা সুস্পষ্ট-রূপে তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ প্রকারে এই সচরা-চর পরিদৃশ্যমান অখিল অবনীতল যদুপরি আমরা সুখে বাস করিতেছি ও অবিচ্ছিন্ন সুখদুঃখসহ-কারে স্বীয় নশ্বর জীবন বহন পূর্ব্বক নিজকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ ঈশ্বরাভিমুখ হইতে ক্রমশঃ অপসৃত হইতেছি, ইহাও স্বপ্ন দৃশ্য মাত্র, ইহা দিবা কালীন স্বপ্ন। এক্ষণে আমরা নিজ অস্তিত্ব ধারণা করিতেছি,

আমরা কার্য্যতৎপর রহিয়াছি, আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি ইত্যাদি যাহা কিছু হইতেছে বা করিতেছি, এতৎ সমস্তই নিদ্রাকালীন স্বপ্নের যাথার্থ্য-প্রতীতিসদৃশ সত্যবৎ জ্ঞানমার্গে সতত প্রতিভাত হইতেছে। মহাকবি লঙ্‌ফেলো বলিয়াছেন "বস্তু সকল যেরূপ বোধ হয় তাহারা সেরূপ নহে" এবং শাস্ত্রাদিও ঐ মতাবলম্বী, কারণ সত্যের প্রকৃত যাহা, তাহাই সত্য, যাহা তাহা নহে তাহাই অসত্য, যেমন জাগ্রতাবস্থায় নিদ্রাকালীন স্বপ্ন তাহা নহে বলিয়া প্রতীত হয়। তদ্রূপ অজ্ঞাত পার্থিব ব্যাপার প্রকৃত জ্ঞান জাগরণে তাহা নহে বলিয়া অনুমিত হয়। এই সমস্ত মায়ার সাহায্যে সংকল্পিত চিদাত্মার লীলা মাত্র। এবং সচরাচর নিখিল জগৎই তাঁহার ব্যক্ত রূপ। আমরা ভ্রান্তি-মধ্যে পতিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্বে ও জগতের সত্য-তায় বিশ্বাস করিতে বাধ্য রহিয়াছি। এই যে তুচ্ছ অমূলক চিন্তারূপী স্বপ্ন, কেমন গভীর মর্ম্ম-জড়িত গূঢ় রহস্য ভেদকরতঃ যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেছে যে, হে ভ্রান্ত জীব-

গণ! হে বিষয়াসক্ত ধনলোলুপ, প্রাণিসমূহ! তোমরা যে বিশ্বকে সৎ বলিয়া প্রতীতি করিতেছ, তোমরা যে সাংসারিক রঙ্গ আক্রোড়সক্ত থাকিয়া, ধর্ম্মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতঃ, দারাপুত্র দুহিত্রাদির স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া, বৃথামোদে দিনযাপন করিতেছ, তৎ সমুদয় কিছুই নহে। তাহারা ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ ক্ষণেকেই প্রকাশ ও ক্ষণেকেই নাশ প্রাপ্ত হইবে। বালুকারাশি পরিপূর্ণ প্রান্তরে মার্ত্তণ্ডময়ূখমালোত্তপ্ত জনপ্রাণীবিহীন বিশাল মরুভূমিস্থ মৃগতৃষ্ণিকাবৎ যে মায়াবিনী মরীচিকার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন, তাহা ভাবী বিপজ্জনক। যাহার অনুসরণ করতঃ অগ্রাগমন প্রাণশঙ্কার কারণ যাহার প্রকৃত উৎপত্তি স্থিতি বা নাশ কিছুই নহে তাহা কেবল ভ্রান্তিমূলক; অতএব সমস্তই অসত্য, তবে কেবল এক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি চিদাত্মারূপি পদার্থই সৎরূপে বিরাজিত রহিয়াছে এবং সেই পরমসত্য পরমপদার্থই পরমেশ্বর।

স্বপ্নদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে আত্মরূপ পদার্থ মাত্রই নিরবয়ব হইলেও নানাবিধ

আকার ধারণ করিতে সক্ষম। পরমেশ্বর পরম চিদাত্মস্বরূপ, তিনি নিরাকার, নিষ্ক্রিয় এবং সাকার, সক্রিয়। যাবৎ মানব ভবস্বপ্নে অভিভূত থাকে, যতক্ষণ মানব ভ্রান্তিমধ্যে পতিত থাকে, যতক্ষণ মানব মায়াময় ভবমোহে মুগ্ধ থাকে যতক্ষণ মানব প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানলাভে, বঞ্চিত থাকে, ততক্ষণই তাঁহাকে সাকার সক্রিয় বলিয়া অনুমান করে; ও যখন তাহার ভবনিদ্রামোহ দূরীভূত হয়, তখন প্রকৃত তত্ত্ব-নিরূপণার্থে সমর্থ হয়।

এই বিশাল বিশ্ব পরমেশ্বরে অবস্থিত—এই নিমিত্ত পরিদৃশ্যমান জগৎই তাঁহার ব্যক্তরূপ; কিন্তু ইহাও অবিদ্যাকৃত মনে করা যাইতেছে; যেহেতু তিনি পূর্ণশ্চিদানন্দময়। মানব যখন ভব-স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইবে তখন এক সচ্চিদাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হে স্বপ্ন! নায়কনায়িকাগণের সহিত তোমার অত্যন্ত সদ্ভাব ও আত্মীয়তা দৃষ্ট হয়, যেহেতু তুমি প্রায়ই তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া থাক। তোমার দর্শনে তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হয় বটে

কিন্তু তুমি কাদম্বিনী বক্ষঃস্থ ক্ষণস্থায়িনী চপলা-বৎ চঞ্চলভাবে তাহাদের নেত্র পথে প্রকাশিত হওয়ায় তাহাদের বিস্মরণরূপ ভস্মাচ্ছাদিত,মন্দীভূত ঈষন্নির্ব্বাপিত, বিরহানল পুনঃ প্রদীপ্ত হইয়া স্মৃতি-পট প্রজ্বলিত করিতে থাকে। হে অন্তরেচ্ছাসিদ্ধি-কারিন্ ক্ষণদৃষ্টিদায়িন্ স্বপ্ন! তোমার এ প্রকার গমনচাঞ্চল্য মহত্ত্বের পরিচায়ক; যেহেতু মহৎ লোক মর্ত্ত্যধামে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হন, এবং স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছাক্রমে পুন-রায় আবির্ভূত হন যথা;—

ধিগ্ দৈবং কদলী ঝটিত্যুপকৃতিং কর্ত্তুং ক্ষমা লীলয়া।
শাখাপত্রফলৈশ্চ মূলকুসুমৈস্তগ্‌ভির্ন জীবে-চ্চিরম্॥
শাখোটাঃ করটাঃ নুয়োগ্য সরলং কাষ্ঠং ন তুষ্টিপ্রদং।
প্রায়োভূতনিকেতনং কথমহো দীর্ঘায়ুরেবং তরুঃ॥

"কিবা শাখা, কিবা পত্র, কিবা ফল মূল,
কিবা পুষ্প, কিবা ত্বক্, সম্পদ্ অতুল।
কদলী এ সব দান করি সব নরে,
অনায়াসে অবিলম্বে উপকার করে॥
কিন্তু তার দুরদশা এই দুঃখ হয়,
এ সংসারে আয়ু তার বেশী দিন নয়।
স্যাওড়া ভূতের বাসা কালের আলয়।
বাঁকাচুড়া কাঠগুলা কোন কাজে নয়।
হায় রে! তথাপি দেখ, অমর হইয়া—
কতকাল বঞ্চি তারা আছে দাঁড়াইয়া।
ধিক, ধিক, পোড়া বিধি, তোরে শতবার
ভাল মন্দ তোর কাছে নাহিক বিচার।"

হে স্বপ্ন! তোমার প্রতি মানবগণের যেকত অনুরাগ তাহা অধিক আর কি বলিব। যে সমস্ত হতভাগ্য জীবগণ, চিরকালের জন্য তাহাদের প্রাণ সম প্রিয়জনকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, যাহাদের সেই সুকোমল মনোহর প্রিয়দর্শন বদনসকল বারেকের তরে চুম্বিবার আর তিলমাত্রও আশা নাই বা যাহাদিগের সহিত ক্ষণেকের তরে একটী

কথা কহিবার বা নিতান্ত পক্ষে সেই প্রেমপ্রতিমা-গুলির প্রতি পলকমাত্র দৃষ্টিক্ষেপের বিন্দুমাত্রও ভরসা নাই, যাহারা তাহাদের এই সমস্ত আশা-পূরণে একবারে হতাশ ও অকৃতকার্য্য, কিন্তু হে কারুণ্যবারিনিধে, প্রেমপরিচায়ক, প্রেমিকজনা-নুরোধপ্রতিপালক! তোমার হৃদয় এতাদৃশ কোমল, ও তোমার অন্তর এতাদৃশ স্নেহময় যে তুমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাদের হৃদয় আশা পূর্ণ করিতে তাহাদিগের নিকট সত্বর আবির্ভূত হও। জগতে এ আশা পূরণ করিতে তোমা ব্যতীত তাহাদের আপনার আর কেহ নাই।

হে সহৃদয় পাঠক! এস্থলে তোমরা প্রশ্ন করিতে পার যে, স্বপ্ন কি প্রকারে তাহাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা শুনিতে পায়? কারণ জগতে ত কেহ মনের কথা চীৎকার করিয়া বলে না, সকলে প্রাণের কথা প্রাণের মধ্যেই গ্রন্থিভেদক নিস্তব্ধ-ক্রন্দনের সহিতই আন্দোলন করিয়া থাকে। পুন-রায় সকলেত একস্থানে বসিয়া মনের কথার আলা-পন করে না। কেননা এই ব্রহ্মাণ্ড অতিবিশাল।

কোন্ শোকার্ত্ত জন কোন্ স্থানে তাহার হৃদয়-বিদারক বেদনাসকল চিত্তমধ্যে আলোড়ন করতঃ অবিরাম নেত্রাশ্রুপাতপূর্ব্বক ধরাতল সিক্ত করিতেছে, কে বলিতে পারে? হয়ত কেহ তাহার তৃণপর্ণকুটীরমধ্যে এক প্রান্তে ভগ্নমনে ভূশয্যায় কেহবা বিস্তৃত বৃহৎ অট্টালিকার একবিজন প্রান্ত-ভাগে হৈম খট্টাঙ্গোপরি সুকোমল সুখশয্যায়, কেহবা অপার জলধিক্ষেত্রে কোন অর্ণবপোতের এক প্রান্তে বা তন্মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপস্থ কোন বৃক্ষ ছায়াতলে কেহবা নির্জ্জন প্রান্তরমধ্যে, এই ভাবে কত শত শোকনিপীড়িতগণ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া কেমন কেমন দৃশ্য ও অদৃশ্য স্থানে উপবেশন করিয়া ললাট দেশে করাঘাত করতঃ স্বীয় মন্দভাগ্যের তিরস্কার করতঃ ও সময়ে সময়ে শোকান্ধ হইয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পরম বিচারাবলীকেও নিন্দা করতঃ কত আক্ষেপ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু পাঠক! স্বপ্ন যে স্বল্পায়তন, সাবয়ব, পার্থিব, ভৌতিক পদার্থ নহে; ইহা যে সেই সচ্চিদানন্দের দূত স্বরূপ, এক, সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব

আত্মরূপী পদার্থ; এইজন্যই জগতের কোন সংবাদই এই স্বর্গীয় দূতের নিকট গুপ্ত থাকিতে বা কোন নিভৃত স্থানই অজানিত থাকিতে পারে না। কি বিজন অরণ্য, কি নিভৃত পর্ব্বতকন্দর, কি অগাধ-জলধিগর্ভস্থিত অর্ণবপোত, বা দ্বীপসমূহ, কি বিশাল প্রাসাদমধ্যস্থ কোন নির্জ্জন স্থান, সকল স্থানেই ইহার গতি সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এ দূতের এ প্রকার ক্ষমতা না থাকিলে, সর্ব্বশক্তি-মানের কার্য্য কি প্রকারে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে? পার্থিব ভৌতিক দেহসমন্বিত রাজার দূত তেমনই নররূপে ভৌতিক জীব; কিন্তু যিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর, যাঁহার আজ্ঞায় বিশ্বের সমস্ত কার্য্য পরিচালিত, যাঁহার কৃপাবলে ধরা সাম্যসমন্বিত হইয়া বায়ু সতত প্রবাহিত রহিয়া নদী সকল অবিরত স্রোতস্বতী হইয়া, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র স্ব স্ব নিয়মানুসারে স্ব স্ব কার্য্যসাধন-করতঃ নিজ নিজ গতিচক্রে ঘূর্ণায়মান রহিয়া, কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি কিন্নরলোক ইত্যাদি সর্ব্ব-লোকের হেতুসাধন করিতেছে; তাঁহার দূত কি

সামান্য মানবদেহধারী হইতে পারে? না ইহা কখনই সম্ভবে না, তাঁহার দৌত্যকার্য্যে নিশ্চয়ই তেমনই কেহ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। সর্ব্বান্তর্যামী অপার্থিব অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন শক্তি-শালী এবং শক্তিরূপী পদার্থই এই স্বপ্ন। অতএব হে স্বপ্ন! অসম্ভব কে সম্ভব করিতে তুমিই একাকী এই ধরাধামে সেই অপারমহিম, অচিন্ত্য অনাদিদেব অখিলেশ্বরের অনন্তমহিমাপ্রচারজন্যই যেন আবির্ভূত। যাহা সকলের পক্ষে অসম্ভব তাহা তোমার অনায়াস নিত্যক্রীড়া; যেহেতু তুমি তাঁহার মন্ত্রিত্ব ও দৌত্যকার্য্যের পরিচালক, এক, অশরীর।

পাঠক! মানবগণ বিজ্ঞানবিষয়ে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন ও নানা বিষয়ক আশ্চর্য্যজনক ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছেন ও জড় জগতের কত কত অভিনব শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ সমস্ত হতভাগ্য প্রাণিগণকে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত সুখী করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। কপোলদেশবিগলিত নেত্রাশ্রুমার্জ্জন করা কি তাঁহাদের উচিত নহে?

কেনই বা সেই বিশ্বজ্জনগণ তাহাদের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করেন না? তবে কি সেই রোদনধ্বনি তাঁহাদের অগ্রাহ্য? বা তাঁহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর? না এ কার্য্য তাঁহাদের অতীত বলিয়াই তাঁহারা তাহাদের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করেন না। কি বিজ্ঞান, কি জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন কৌশল দ্বারাই তাঁহাদের মনস্কামনার পূরণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু হে স্বপ্ন! তোমার পক্ষে তাহা অনায়াসসাধ্য, এবং তুমি তাহা কার্য্যে পরিণত কর। যে মানবগণ নিজ বিদ্যাধনের অভিমানী হইয়া ঐশী সীমায় উপনীত হইয়াছে বা বিজ্ঞান বলে সেই জ্ঞানাতীত পরমধনের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করে তুমি তাহাদিগের মুদিত নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেও। অপরের যাহা ইচ্ছা তোমাকে বলুক বা তোমাকে অবহেলা করুক কিন্তু হে স্বপ্ন। তোমার সে ঐশী শক্তি আছে,তোমার লীলা যে অলৌকিক, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

নিদ্রা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে।

বোধশক্তির প্রভাবে আমরা আছি, ইহা বোধ

করি, আমাদের বোধশক্তি না থাকিলে আমরা আছি ইহা বোধও করিতাম না, ব্রহ্মেরও বোধ শক্তি আছে, এবং সেই জন্যই তিনিই আছেন তাহা বোধ করেন, ইহা না থাকিলে তিনি আছেন তাহা তিনি বোধ করিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি, লয়, ইত্যাদি অলৌকিক কার্য্যসকল সম্পন্নও হইত না। যেমন ব্রহ্ম নিত্য, তেমনই যে বোধশক্তির প্রভাবে তিনি আছেন তাহাও নিত্য, যখন সেই বোধশক্তি তাঁহাতে অব্যক্ত থাকে তখন তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, এবং যখন সেই বোধশক্তি তাঁহাতে ব্যক্ত থাকে তখন তিনি সগুণ ও সক্রিয়। আমার নিদ্রিতাবস্থায় বোধশক্তি আমাতে অব্যক্ত থাকে, এবং যখন আমি জাগরিত হই তখন তাহা ব্যক্ত হয়, এবং তখন আমি আছি ও জগৎ আছে বলিয়া বোধ করি, কিন্তু আমার নিদ্রিতাবস্থায় ঐ বোধশক্তি আমাতে বিলীন থাকায় আমি আছি ও জগৎ আছে ইহা বোধ করি না।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে কেহ শয্যার

উপরি শয়ান হয়, দৈনিক কার্য্যে সে অত্যন্ত লিপ্ত থাকায়, ও তখন তাহার মস্তিষ্কের কার্য্য না থাকায়, নিদ্রাকালেও তাহার দৈনিক কার্য্যের ঠিক অনুরূপ স্বপ্ন দর্শন করে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার সাংসারিক কার্য্য সকল কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রতিপালন করে, এবং তৎসম্বন্ধীয় চিন্তায় একেবারে নির্লিপ্ত থাকে, সে ব্যক্তি নিদ্রাসুখসম্ভোগমানসে শয্যোপরি শয়ন করিলে তাহার মন কেবল মাত্র নিদ্রার জন্য উৎসুক থাকায়, এবং চিন্তা ও উদ্বেগসমূহ হইতে নিবৃত্ত ও মুক্ত থাকায়, তজ্জন্য তাহার মস্তিষ্ক ও নিজ কার্য্য হইতে বিরত থাকায় অনায়াসে গভীর নিদ্রাসম্ভোগ করে, সে কদাচ অপ্রকৃত অমূলক বা তাহার দৈনিক কার্য্যের অনুরূপ চিন্তারূপী স্বপ্ন দর্শন করে না; যদ্যাপি সে দেখে তবে ইহার নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ থাকিবে এবং কোন দৈবভাব ইহাতে নিশ্চয়ই থাকিবে।

উপদেশ।

হে পাঠকবৃন্দ! এই নিদ্রা ও স্বপ্নের নিকট

এইক্ষণে এই উপদেশ পাওয়া যাইতেছে, পৃথিবীতে যে যাহা কিছু করে সে সমস্তই কর্ত্তব্যের অনুরোধে সম্পন্ন করা উচিত। ইহাতে তাহার জড়িত হওয়া উচিত নয়। পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুবৎ নির্লিপ্তভাবে সংসারে তাহার বাস করা উচিত। কারণ যখন সে যে নিদ্রার জন্য ধরায় শয়ন করিবে যদি তৎকালে তাহার মন ভবচিন্তা হইতে বিরত থাকিয়া কেবল সেই প্রেমময়ের পীযূষপূরিত চিরশান্তিস্বরূপ মহা-নিদ্রাসুখ সম্ভোগচিন্তায় মগ্ন থাকে তবে আর বারংবার ভবাগমনরূপ স্বপ্ন দেখিতে হইবে না। সে ব্যক্তি পরমানন্দে সেই সচ্চিদানন্দের ক্রোড়স্থ হইয়া গভীর চিরশান্তিরূপ নিদ্রাসুখ ভোগ করিবে।

যথা ;—

"অন্তকালে তু মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥"গীতা।

এইজন্যই বলা যাইতেছে যে, যাহা কিছু তোমরা কর, যে স্থানে তোমরা গমন কর—কিন্তু সর্ব্বত্রবিরাজিত সর্ব্বান্তর্যামী সকলগুণাগার নির্ম্মল ;

নির্ব্বিকার, নিখিল জগৎস্থ জগজ্জনপরিপালক, জগদীশ্বরকে যেন ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হইও না। তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থায় তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব ধীরান্তঃকরণে অথচ ঈশমগ্ন-প্রেমিকহৃদয়ে স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন কর।
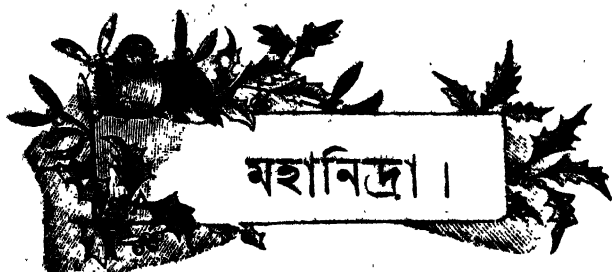
সর্ব্বশক্তিমান্ মহীয়ান্ জগদীশ্বরের নিগূঢ় কৌশল-চক্র ভেদ করা মানব-জীবনের সাধ্যায়ত্ত নহে। সে দিবস নিদ্রা-বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া, নিদ্রা-মধ্যে নিখিলেশ্বরের যে সকল অত্যাশ্চর্য্য রহস্য নিহিত আছে, তাহার মর্ম্ম অবগত হওয়া দূরে থাকুক, সেই অনন্ত কৌশলময়ের অনন্ত কৌশলের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আমার সমুদয় চিত্ত-বৃত্তি বিস্ময়-রসে আপ্লুত ও স্তম্ভিত-প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে মনে করিয়াছিলাম, দুরাশা-প্রণোদিত হইয়া, এরূপ দুরূহ কার্য্যে আর কখনও হস্তক্ষেপ করিব না। কিন্তু জগতের যাবতীয় ব্যাপার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন; উদ্ভিদ্ সমূহের অঙ্কুরোৎপত্তির পর কেহ ছেদন

করিলে, উহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তেজে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়; পার্ব্বতীয় নদী সকল প্রবাহিত হইতে হইতে পুরোভাগে ও উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বতকর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে, উহা সম্মুখস্থ বাধা উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য নিয়তই চেষ্টা করে এবং পরিশেষে ভয়ঙ্করশব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া, প্রবলবেগে অবতীর্ণ হইতে থাকে। মানবের মনোবৃত্তির প্রকৃতিও ঠিক সেই প্রকার পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের এই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-রহস্য যতই কেন দুর্ব্বোধ ও জটিল হউক না কেন, মনুষ্য সেই তাৎপর্য্য ভেদ করিবার জন্য নিয়ত অবিশ্রান্ত-ভাবে চেষ্টা করিতেছে। মানবমনে চিন্তানল চির-প্রজ্বলিত; অধ্যবসায় তাহাতে নিয়ত ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছে, এবং আশারূপ পবন সদাসর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া, প্রজ্বলন-ক্রিয়ার তেজোবৃদ্ধির হেতুভূত হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধধূপ, অগ্নি-সংযোগে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিয়া, শোঁ শোঁ শব্দে বায়ুপথে উড্ডীন হয়; মনে চিন্তানল প্রজ্বলিত হইলে মানবও সেইরূপ স্থির থাকিতে পারে না।

চিন্তার আবেগে আমার মন বিচলিত হইল; আমি স্বীয় ভবনে স্থির থাকিতে না পারিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এইরূপ দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমণের পর একদিন অপরাহ্ণে উৎকল-প্রদেশস্থ চিল্কা হ্রদের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। হ্রদটী অতীব রমণীয়; উহার অত্যদ্ভুত রমণীয় শোভায় মোহিত হইয়া, তীর-ভূমিতে কিয়ৎকালের জন্য উপবেশন করিলাম। দেখিলাম, হ্রদমধ্যে শ্বেত, পীত, গৈরিকাদি বিবিধ-রঙ্গে রঞ্জিত নানাবিধ বিহঙ্গ সারি সারি বসিয়া, বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বরের বিচিত্র নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। পক্ষিকুল কখন বা ঝাঁকে ঝাঁকে শ্রেণীবদ্ধভাবে আকাশমার্গে উড্ডীন হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, উহারা অনন্ত পুরুষের বিরাট বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান রত্নহার-স্বরূপ। পশ্চিম চক্রবালে ক্ষীণপ্রভ প্রাচীন তপন-দেব অস্তগমন করিতেছেন; তাঁহার প্রতিবিম্ব হ্রদের নীলবর্ণ জলে প্রতিফলিত হইয়া, তরঙ্গো-চ্ছাসে কম্পিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, তিনি

যেন পূর্ব্বতন বিপুল ঐশ্বর্য্যের অসন্তোষনিবন্ধন অভিমানভরে সলিলমধ্যে ঝাঁপ দিতেছেন। হে বিভাবসো! অভিমানী তেজীয়ান্ পুরুষসমূহ কাল-চক্রে ঐশ্বর্য্য-চ্যুত হইলে ঠিক তোমারই মত মরণো-দ্যত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুণ্য-প্রভিম কীর্ত্তিমান্ পুরুষ নিয়তিবশে কালকবলিত হইলে তাঁহার অক্ষুন্ন কীর্ত্তিরাজি যেমন চিরজাজ্বল্য-মান থাকে; সেইরূপ জগৎসবিতা দেব দিবাকর অস্তগমন করিলেও তাঁহার আলোক-কিরণ নীল-নভো-বিহারী খণ্ড-মেঘ সমূহের উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া কি আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে! আকাশের গায়ে কোথায়ও বা শ্বেতহস্তী, কোথায় রক্তবর্ণ হয়রাজি, কোথায়ও বা নানা রঙ্গে রঞ্জিত পতাকা, কোনও স্থানে বা রথশ্রেণী, কোথায়ও বা মণিমাণিক্যাদি খচিত সৌধরাজী দৃশ্যমান হইতেছে। বায়ুবেগে উহারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, প্রকৃতিদেবী ঢাকাই কারুকরকর্ত্তৃক সূক্ষ্ম কাজকরা একখানা সুবৃহৎ নীলাম্বরী শাটী পরিধান করিয়া ঈশ্বরের সান্ধ্যারতি সময়ে নৃত্য

করিতেছে। কে বলিবে, যে আকাশরূপ চন্দ্রাতপে প্রজ্বলিত পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রকুল সেই মহাপূজার দীপালোক নহে? সুদূরে বারিধিগর্ভে উত্তাল তরঙ্গমালা একবার উঠিতেছে, আবার তখনই জলে মিশাইয়া যাইতেছে; উহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, মানবভাগ্যের উত্থান, অবস্থান ও পতন ঠিক ঐরূপ। দেখিতে দেখিতে নীলবর্ণ নভোমণ্ডলে সুধাংশুদেব উদিত হইলেন; তাঁহার কিরণমালা জলে পড়িয়া চক্ চক্ করিতে লাগিল; উহার দিকে তাকাইবামাত্র আমার মনে পড়িল যে একদিন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব স্বচ্ছ-সলিলে এই প্রকার সুর-বালাকেলি-সন্দর্শনে গোপিকাভ্রমে তন্ময়ভাবে মুগ্ধ হইয়া জলে পড়িয়া লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ঐ চন্দ্রদেব বড় কপটাচারী; সমুদ্র-মন্থন-কালে স্বীয় রশ্মিমণ্ডলে কপটভাবে সুধা লুকাইয়া রাখিয়া, অসুরদিগকে ফাঁকি দিয়াছে; আর উহার মিটিমিটি কিরণে ভূতপ্রেতাদির আভাস দেখাইয়া, নিরীহ পথিকদিগের মনে নানা বিভীষিকার সঞ্চার করতঃ পথভ্রম জন্মাইয়া দেয়। ব্যোমবিহারী সুধাংশু

পদে পদে "বিষকুম্ভঃ পয়োমুখঃ" এই শ্লোকের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছে; অতএব আমি উহার দিকে আর তাকাইব না। এই বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলাম; অমনি নিদ্রা আসিয়া আমার মনোমন্দির অধিকার করিল; আমি সেই তীর ভূমিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। দিবাভাগের নানাবিধ অসার চিন্তায় মস্তিষ্ক গরম হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য ভাল নিদ্রা হইল না, কেবল একটী স্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়া পড়িলাম। স্বপ্ন-সন্দর্শনে মনে বড় ভয় হইল। স্বপ্নের কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিলে স্বপ্নানুরূপ ফল ফলে না, তদনুসারে মহানিদ্রা নাম দিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম; নচেৎ মহানিদ্রার স্বরূপনির্ণয় এই ক্ষুদ্রধী-জনের সাধ্যায়ত্ত নহে।

স্বপ্নের কথা কাহারও মনে থাকে না; তবে যতদূর মনে করিতে পারি, তাহাই বলিতেছি। আমি যেন সহসা কোন ভীষণ কোলাহলপূর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উহার নিম্ন দিয়া দুর্গন্ধ-রুধিরবহা বৈতরণীনাম্নী এক স্রোতস্বিনী পরিখা-

কারে প্রবাহিত হইয়া ঐ স্থানটীকে জীবিতপ্রাণি-মাত্রের দুর্গম করিয়াছে। দেখিলাম, কোন বিশাল রাজ্যের মহাবলপরাক্রান্ত বিপুল ধনশালী প্রাচীন নরপতি, বৃদ্ধাবস্থায় একটী মাত্র পুত্ররত্ন লাভ করিয়া অতুল আনন্দে ও নিরতিশয় সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন; সহসা ঐ বিভীষিকাপূর্ণ কোলাহলাকীর্ণ স্থান হইতে একটী অশরীরী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বাহির হইয়া, সেই জরাজীর্ণ নৃপতির একমাত্র অবলম্বন পুত্রধনকে—আক্রমণ করিল। ধনেশ্বরের ধনের অভাব নাই; অবিলম্বে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, হাকিমী, আয়ুর্ব্বেদী প্রভৃতি বিজ্ঞানানুমোদিত সুকৌশলে শিক্ষিত, বহুব্যয়ে চালিত চতুরঙ্গ সেনাদল, শিশি, বোতল, কৌটা, ও পুট্টলীপরিপূর্ণ নানাবর্ণ ঔষধ সমভিব্যাহারে আহুত হইলেন; তাঁহারা সেই অপ্রত্যক্ষীভূত আগন্তুক শত্রুর সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে অগাধ-পাণ্ডিত্য-ভূষিত দেশ-বিখ্যাত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মহাড়ম্বরে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি আরম্ভ করিয়া, শিশুহন্তা রিপুকে

তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু-তেই কিছু হইল না। সেই মহাবলপরাক্রান্ত অতিদুর্দ্দান্ত অদৃশ্য অরি ভীষণ বদনব্যাদানপূর্ব্বক শিশুটীকে গ্রাস করিল এবং দেখিতে দেখিতে অগ্নিময়-বাষ্প-পরিপূর্ণ রক্তনদী মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। বৃদ্ধ নরপতি অসহ্য শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ধরাসনে মূর্চ্ছিত হইলেন; তাঁহার মহিষী পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন; পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী, পারিষদ, বল-দর্পী সেনা-চতুষ্টয় এবং অভিমানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ দিশাহারা ও অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন। আমিও মর্ম্মাহত হইয়া সে দিক্ হইতে দৃষ্টি সংযত করিলাম। অন্যদিকে মুখ ফিরাইবামাত্র আর এক শোক-জনক দৃশ্য দর্শন করিলাম।

একটী নব-যৌবনারূঢ়া নবোঢ়া যুবতী জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামীর গলদেশে বাহুযুগল জড়াইয়া, দৃঢ়-রূপে ধরিয়া রহিয়াছে; আর সেই অপার্থিব ইন্দ্রিয়াতীত নানাকুহক-বলসম্পন্ন প্রবল শত্রু তাহার স্বামীকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি

করিতেছে; উহার আত্মীয় বন্ধু অনেক যুটিয়াছে, সকলেই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, আমিও মনে করিয়াছিলাম যে, পুরাকালে সাবিত্রী যেরূপ রণে জয় লাভ করিয়া, স্বীয় পতির প্রাণ্ রক্ষা করিয়াছিলেন, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—ষোড়শী নারীও তদ্রূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন; কিন্তু তাহা হইল না। রাবণ-পুত্র মেঘনাদ যেমন মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব, মানবাদি সকলকে পরাজিত করিত, উক্ত অন্তঃশত্রুও ঠিক সেইরূপ সকলের চেষ্টা ও যত্ন বিফল করিয়া, অনাথিনী কামিনীর হৃদয়ধনকে লইয়া পলায়ন করিল; রমণী ছিন্ন-মূলা লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। আমার মনে বড়ই ব্যথা বোধ হইল; আমি সেখানে থাকিতে পারিলাম না, অন্যত্র চলিয়া গেলাম।

সেখানে গিয়া দেখি, এক শ্রোত্রীয়কুলোদ্ভব দরিদ্র ব্রাহ্মণযুবক বহুকষ্টেও বহুব্যয়ে বিবাহ করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তিনি প্রণয়িণীকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন;

নিমেষের জন্যও তাঁহার নয়নানন্দ-দায়িণী নিতম্বিনীকে নয়নের অন্তরাল হইতে দিতেন না। হঠাৎ সেই সোহাগিনী কামিনীকে নির্ম্মম-হৃদয় নিখিলারি নির্দ্দয়-ভাবে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল; ব্রাহ্মণ যুবক দরিদ্র বটে, কিন্তু তথাপি এই মহা বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভার্থ যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজন সর্ব্বোচ্চ উপাধি-প্রাপ্ত পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষিত সুযোগ্য ভেষজবীর আহূত হইলেন। তিনি আসিয়া সেই গুপ্ত শত্রুকে পরাস্ত করিবার জন্য বহুবিধরূপে যত্ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি বড় অর্থশোষক সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন ভদ্রলোকের দুরবস্থার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। তিনি নিরন্তর নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে অর্থের জন্য নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। যুবকটী তাঁহার আকাঙ্ক্ষা-পূরণে কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! নিয়তির কি ভীষণ পরিণাম! সেই দুর্দ্দম্য দুর্লক্ষ্য দুর্বৃত্ত শত্রু স্বামীজীবনের সর্ব্বস্ব-স্বরূপিণী সোহাগিনী রমণীকে যেন ছিনাইয়া লইয়া গেল। আহা! আজি নবীন তরুর লতাবন্ধন

ছিন্ন হইল; তরুটী সংসার-শ্মশানে শোকরূপ ঝটিকা-ঘাতে সহসা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এবম্প্রকার শোকপূর্ণ দৃশ্যাবলী দর্শনে কুলিশ-কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়; আমারও হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থিসকল শিথিলীকৃত হইয়া পড়িল। আমি মর্ম্মাহত ও দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানবিরহিত লঘুগুরুভেদাবিবর্জ্জিত হইয়া, উন্মত্ত প্রলাপীর ন্যায় সর্ব্ব-সংহারক শমনকে কতই নিন্দা করিতে লাগিলাম। বলিলাম—ওরে জীবকুলনিসূদন নির্দ্দয় যম! তোর হৃদয় কি কঠিন উপাদানে গঠিত! পাষাণময় পর্ব্বত কঠিন বটে, কিন্তু তাহা হইতে প্রভূত বারি বর্ষিত হইয়া, ভূমণ্ডলের অসীম উপকার ও মঙ্গল সাধন করে; দেখ্‌ পর্ব্বতের কঠিন ভাবের সহিত কেমন দয়া মিশ্রিত আছে; তোর নিরবচ্ছিন্ন কাঠিন্যমধ্যে দয়ার লেশমাত্র নাই। তোর হৃদয় বজ্রলেপময়। বজ্রের সহিতই বা তোর উপমা কি প্রকারে হইতে পারে? বজ্র তোর মত সর্ব্ব-সংহারক নহে; পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান বজ্রপতন-নিবারণের কৌশল আবিষ্কার করিয়া, বিজ্ঞান-জগতের অসীম মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য

তোকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। না পারুক. তাই বলিয়া আমি তোর মত পাষণ্ডের অন্যায় অত্যাচারে ভয় করি না। যেমন গুপ্তচর গোপনে বিপক্ষদলের গতিবিধি সন্দর্শন করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অরাতি দমন করে, কিম্বা যেমন বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান রামলক্ষ্মণের অনুসন্ধানে গোপনে পাতালভবনে প্রবেশানন্তর মহীরাবণের বিনাশ করিয়াছিল আমিও সেইরূপ তোর ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া গিয়া বৈজ্ঞানিকদিগকে বলিয়া দিব; তাঁহারা আমার মুখে তোর গূঢ় রহস্য অবগত হইবেন। মন্ত্রণাকুশল রাজনীতিজ্ঞ চাণক্যের মন্ত্রণায়, মুদ্রারাক্ষস-বর্ণিত মহারাজ মহানন্দের যে দশা ঘটিয়াছিল; বিদ্যাধনবিমণ্ডিত বিজ্ঞানালোকশোভিত মহাপণ্ডিতদিগের জ্ঞানচাতুর্য্যে তোরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিবেই ঘটিবে; অতএব বলি, তুই যে সকল অযথা অত্যাচারে ভূমণ্ডল জ্বালাতন করিতেছিস্, তাহার প্রতিবিধানে যত্ন কর্। তোর হৃদয়ে কি সহানুভূতি নাই? মরুভূমি-সদৃশ-অনুর্ব্বর তোর হৃদয়-ক্ষেত্রে স্নেহের কোমলতা, পরদুঃখকাতরতা, অপরের

প্রতি আত্মীয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ নাই। হিংসাই তোর ধর্ম্ম, হিংসাই তোর কর্ম্ম, হিংসাই তোর জীবনের চিরব্রত ; হিংসার জন্যই তুই এই মর্ত্ত্য-ধামে চিরপরিচিত। আহা! এই সুখের জগতে, এই আনন্দের মর্ত্ত্যধামে, এই মায়ামুগ্ধকর স্থানে তুই কি বিঘোর ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উত্তোলিত করিয়াছিস্! তোর স্মরণে প্রস্তরবৎ কঠিন প্রাণ দ্রবীভূত, সুকোমল হৃদয় বিগলিত হয়। তোর স্মরণে মানব, ভবের চিরসুখভোগআশায় বঞ্চিত, তাহার চির অস্তিত্ব ধারণা, লোপপ্রাপ্ত, সংসারিক প্রেমবন্ধন শিথিলতা প্রাপ্ত ও পার্থিব সুখার্ণব-ভাসমান-চিত্ত ঔদাস্য প্রাপ্ত হয়। অধিক আর কি বলিব, তোর ক্ষণিক স্মৃতি, চিত্তপথে তোর ক্ষণিক আবির্ভাব আনন্দময় দিঙ্মণ্ডলকে কি ভীষণ নৈরাশ্যপূর্ণ অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন ঘোর ঔদাস্য সমন্বিত ও চিত্তভ্রান্তিজনক আকার ধারণ করায়, তাহা বর্ণনাতীত।

ওরে ক্রূরবৃত্তে! তোর কর্ণ কি বধির, না নেত্র দর্শন-শক্তি বিবর্জ্জিত? তোর উদ্ধত-চিত্তকে শান্ত করিবার জন্য ধরায় কি কোন উপায় নাই? আমি

এত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছি ; তোর কিছুতেই দৃক্‌-পাত নাই। ওঃ! তোর প্রতাপ কি দুর্দ্দমনীয়! যে রাজা শত সহস্র প্রজার প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় তাহাদিগকে চরমশাস্তি প্রদান করেন, তিনিও তোর স্মরণে নিজ. জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করেন। দেখ, তোর আগমনে কি ভীষণ আর্ত্তনাদ, কি ঘোর হাহাকার ধ্বনি, কি মর্ম্মভেদক হৃদয়গ্রন্থিচ্ছেদক. বক্ষঃস্থল-বিদারক শোক-চীৎকার দিঙ্মণ্ডল ব্যাপৃত করিয়া আকাশমার্গে সতত উত্থিত হইতেছে! জীবগণ সতত তোর ক্রূর ব্যবহারে ব্যথিত রহিয়াছে। যে হৃদয় শোকের বিষদংশনে দষ্ট নহে, ঈদৃশ হৃদয় অতি বিরল। ভীষণ অরণ্য-বিহারী হিংস্র কেশরীরও বোধ হয় নির্দ্দয় পশু-হৃদয়ে দয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহার হিংসারও সীমা আছে ; তাহার শোণিত পিপাসার নিবৃত্তি আছে। সর্ব্ব জীবকে সে ভক্ষণ করে না এবং উদ্ভিদের প্রতি তাহার উৎপাত নাই! বিবর নিবাসী বিষধর কালসর্প হিংসার এক অবতার বটে, কিন্তু তাহারও কাল নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু ওরে হিংসার পূর্ণ-অবতার! কঠোরতার একমাত্র

আধার! তোর কালাকাল নাই। কি জলচর, কি খেচর, কি উদ্ভিদ্, কি ভূচর; উৎপত্তিশীল সমস্ত পদার্থের উপরই তোর একাধিপত্য; তোর দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তোর অপ্রতিহত প্রভাব; তোর দুঃসহ অত্যাচার, তোর ভীষণ ব্যবহার। জগতে ঈদৃশ স্থান নাই, যেখানে লুক্কায়িত রহিয়া মানব তোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। তুই সর্ব্বত্র বিরাজিত। রুধিরের নিমিত্ত তোর লোলরসনা চির লালায়িত। অস্থিচর্ব্বণ-জন্য তোর তীক্ষ্ণ দন্ত চির লোলুপ এবং মাংস-চর্ম্ম ভক্ষণার্থে তোর ব্রহ্মাণ্ড-খাদক উদর চির ক্ষুধার্ত্ত। ধন্য তোর পরিপাক শক্তি! ধন্য তোর উদর! ধন্য তোর জগজ্জীব-সংঘ-গ্রাসিনা ক্ষুধা! হিংসার জন্য তোর সর্ব্ব ইন্দ্রিয় চির-ব্যগ্র ও অক্লান্ত। অনাদিকাল যাবৎ তুই তোর করালবদন ব্যাদান-পূর্ব্বক ধরায় উপনীত হইয়াছিস্, অনন্ত কোটী জীব তোর উদরস্থ হইয়াছে; কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয় যে তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই! তোর বদনের ক্লান্তি নাই! রে দুর্ম্মতে! একবার তাকাইয়া দেখ্; রে অন্ধনেত্রে, তোর

অত্যাচার-প্রপীড়িত শোকজর্জ্জরিত ক্ষীণ-কলেবর মানবগণের প্রতি দৃক্‌পাত কর্‌। রে বধির-কর্ণ, প্রাণসম প্রিয়জনবিরহ নিত্য দুঃখার্ণবপাতিত মর্ম্ম-ভেদী যন্ত্রণাভিভূত ব্যক্তিগণের হৃদয় বিদারক আর্ত্ত-নাদ আকর্ণন কর্‌। রে কঠোর-প্রাণ পামর-হৃদয়! তোর নির্ম্মম হৃদয়ে একবার ক্ষণকালের জন্যও তোর কৃত মর্ম্মভেদক ব্যাপারসমূহ ধারণা কর্‌; দেখ্‌ তোর অবিরত প্রপীড়নে, তোর অনুক্ষণ অত্যা-চারে কি ঘোর অনুতাপানলে মানবহৃদয় সতত দগ্ধ হইতেছে, ও তাহাদের কলেবর কেমন জীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। বর্দ্ধনোন্মুখ হসিতমূর্ত্তি বলিষ্ঠ-যুবক অকালে তোর করাল কবলে পতিত হই-তেছে। অহো! তোর মত নির্দ্দয় ত্রিজগতে লক্ষিত হয় না। তোকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে জীবের আর নিস্তার নাই।

আমি তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক এবম্প্রকার রূঢ় বাক্যবলী দ্বারা ভর্ৎসনা করিতেছি, এমন সময়ে সেই অগ্নিময় বাষ্পপূর্ণ প্রদেশ হইতে এক অশরীরী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আবির্ভাব হইল; চতুর্দ্দিক

দেবশরীরজাত অপূর্ব্বগন্ধে আমোদিত হইল; আমারও মনোমধ্যে কেমন যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইল তাহা বর্ণনাতীত।

মনুষ্য-স্বভাব-সুলভ রাগ, দ্বেষ, ক্ষোভ, দুরাশা লোভ প্রভৃতি উত্তেজক রিপুচয় আমার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইল। আমি ভীতি ভক্তি বিমিশ্রিত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। সহসা শ্রুতি-মধুর বচনপরম্পরা আমার কর্ণগোচর হইতে থাকিল। আমাকে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল, বৎস তুমি কে? কি জন্য এখানে আগমন করিয়া কাহার উদ্দেশে এত তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করতঃ স্বীয় স্বভাবের নীচতা প্রকাশ করিতেছ? বুঝিয়াছি, তুমি সংসার-ক্লান্ত ভ্রান্ত মানব; অসম-সাহসিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক নরের অনাধিগম্য প্রদেশে আগমন করিয়াছ। বোধ করি, তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই; আমার নাম ধর্ম্মপুরুষ; আমি অনাদি অনন্ত কাল জীবজগতে অবস্থানপূর্ব্বক জীবের মঙ্গল বিধানে প্রবৃত্ত আছি। বৎস, তুমি নিতান্ত অজ্ঞান ও অপরিণামদর্শী; তোমাকে কিঞ্চিৎ

উপদেশ প্রদান করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

ধর্ম্ম পুরুষ কিছু বলিতে না বলিতে, আমি বলিলাম, ভগবান্! আপনি যে আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। তাহাতে আমার মানবজন্মগ্রহণ সার্থক হইল। আমি আপনাকে আপনি কৃতার্থম্মন্য বলিয়া বোধ করিতেছি; কিন্তু এক বিষয়ে আমার আক্ষেপ এই যে, আমি বহু পরিশ্রমে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছি; ঐ সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করায় গবর্ণমেণ্ট আমাকে সার্টিফিকেটসহ সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রদান করিয়াছেন; আপনি বোধ হয়, সে সকল জানেন না; তজ্জন্যই আমাকে অজ্ঞান ও অপরিণামদর্শী বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন।

ধর্ম্মপুরুষ আমার বচনাবলীশ্রবণে হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ সত্য, কিন্তু সে জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নহে; উহা মায়ামোহাচ্ছন্ন, অনিত্য, দোষবহুল এবং পরিবর্ত্তন শীল। এই বিশ্বসংসারে জীব যে সকল

ব্যাপার দেখিতেছে, সে সকলই অধ্যাস মাত্র; কিছুই প্রকৃত নহে। দেখ এক বাটি স্বচ্ছজলে একখণ্ড রক্তবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর ফেলিয়া দিলে ঐ জল রক্তবর্ণ হয়; তখন সকলেই ঐ জলকে রক্তবর্ণ বিবেচনা করে! আবার মর্ম্মর খানা তুলিয়া লইলে জল স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়া থাকে। উপস্থিত দৃষ্টান্তে যেমন স্বচ্ছ জলকে লোকে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ করে; বিশ্ব সংসারের যাবতীয় ব্যাপার সেই-রূপ ভ্রমাত্মক। রাজপুত্রের অকাল-মৃত্যু, সতী রমণীর পতিবিয়োগ, উদারচেতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবকের সহধর্ম্মিণীর বিচ্ছেদ প্রভৃতি যে সকল মর্ম্মান্তিক কাণ্ড দেখিয়া তুমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছ; সে সকলই অধ্যাস। অশ্বরথ শোভিনী অতি মনোহারিণী সৌধশ্রেণী বিরাজিত নরপতির রাজ্য প্রিয়তা, নিঃস্ব গৃহস্থের স্বীয় পরিবার প্রতিপালন-চিন্তা, বিভবশালী বণিক মণ্ডলীর ব্যবসায়তৎ-পরতা এই সমস্ত স্বপ্নবৎ ক্ষণিক ভ্রমাত্মক দৃশ্য মাত্র!

তোমার জ্ঞান যে সম্পূর্ণ নহে, তদ্বিষয়ে আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। শ্রবণ কর।

"কোন ও রমণী দুই তিনটী শিশু সন্তান সমভি-ব্যাহারে একটী বাজারের মধ্যভাগ দিয়া গমন করিতেছিল। ঐ বাজারে মোদকদোকানে চিনির হাতী, চিনির পাখী, চিনির আতা, চিনির রথ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ছিল। শিশুসন্তানগুলি তাহা দেখিয়া কেহ বা হাতী লইব বলিয়া, কেহবা পাখী লইব বলিয়া, কেহ বা আতা লইব বলিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। ঐ হাতী, পাখী, আতা প্রভৃতি সমস্তই যে একমাত্র চিনি ভিন্ন আর কিছুই নহে; এ জ্ঞান শিশুদিগের হয় নাই; কিন্তু তাহাদের জননী জানেন, যে ঐ সকল হাতী প্রভৃতি চিনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপস্থিত দৃষ্টান্তে শিশু-দিগের সামান্য জ্ঞানের সহিত জননীর জ্ঞানের যেরূপ প্রভেদ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মায়ামোহপরিপূর্ণ সাংসারিক মানবের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তত্ত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন প্রকৃত সাধু পুরুষদিগের দিব্য জ্ঞানের সেইরূপ প্রভেদ।

বৎস, এক্ষণে আমার কতকগুলি নিগূঢ় রহ-স্যের বিষয় বলিতেছি, শুনিলেই মৃত্যুর প্রয়োজনী-

য়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে উত্তমরূপ জানিতে পারিবে। আমাকে জীবজগতে লোকে ধর্ম্ম-পুরুষ, কালপুরুষ বা ধর্ম্মরাজ বলে। আমার স্মরণে লৌহবৎ কঠিন হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্য দ্রবী-ভূত হয়। মানবহৃদয়ে আমার স্মৃতির প্রভাব অতীব মহীয়ান্। কতিপয় অন্তঃকরণে আমার সেই ক্ষণিক প্রভাব ক্ষণস্থায়ী ও কতিপয় অন্তঃ, করণে আমার প্রভাব দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অব-স্থান করতঃ ঈদৃশ সংসার-বিরাগোদ্দীপক ভাব আনয়ন করে, যে তাহার প্রভাবে ঐ সকল ব্যক্তি ভবচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করে ও তখন তাহারা ভবমোহ হইতে জাগ্রত হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। যাহাদের অন্তঃকরণ পাপপঙ্কে পরিপূর্ণ ও হৃদয় কলঙ্ক-কালিমায় বিবর্ণ; তাহারাই আমার ভঙ্গি দর্শনে ভীত হয়। কিন্তু যাহাদের হৃদয় পবিত্রতাময় ও প্রেমভক্তির আলয়, যাহা-দিগের অন্তঃকরণ ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন। তাহারা আমার কঠোরতায় দৃক্পাতত করে না। তাহারা হৃষ্টচিত্তে প্রেমভরে আমার সহিত আলিঙ্গন করিতে

সতত প্রস্তুত। তাহারা আমাকে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচ্ছেদক, দর্শনাবরোধক এবং অনন্তকাল যাবৎ দণ্ডায়মান্ এক উন্নত প্রাচীরবৎ প্রতীতি করে। জগতে যদি সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরীকৃত, নিশ্চিত ও অবধারিত বিষয় কিছু থাকে, তবে তাহা আমাতেই আছে; যেহেতু উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেই ধ্বংসশীল। আমি সতত সংসার—ক্লিষ্ট জীবগণের শান্তিদায়ক। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান কি মূর্খ সকলের নিকটেই আমার উদার হস্ত সতত বিস্তৃত। ত্রিভুবনে সন্দর্শনে আর আমার তুল্য কে আছে? আমার আমার নিকট বর্ণ বা গুণের বিভেদ নাই। বলবান্ বীর ও দুর্ব্বল কাপুরুষ এবং সুন্দর প্রিয়দর্শন যুবক ও কুৎসিত ব্যক্তি, সকলেই আমার নিকট সমান; বলিতে কি আমার দয়া সর্ব্বজনীন্। আমার ক্রোড়দেশ সর্ব্বজীবের আরামস্থল। যে বিশ্ব অসংখ্য জীব সমাকীর্ণ ও কোলাহল পরিপূর্ণ দেখিতেছ, তাহাও কালে চিরশান্তি ভোগের নিমিত্ত আমার ক্রোড়স্থ হইবে। পৃথিবীতে ভেল্কির সহিত আমার কার্য্য উপমিত হইয়া থাকে। এই আছে

এই নাই এইরূপ কাণ্ড কেবল আমা কর্ত্তৃক ঘটিতেছে। সর্ব্বলীলাময় সর্ব্বেশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারেই আমি অবনীভবনে নানামূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়াছি। আমাকে কেহ দেখিতে পায় না; তজ্জন্যই আমার অস্তিত্ব বিষয়ে কেহ বা সন্দেহ করিয়া মীমাংসামার্গে উপনীত হইতে পারিতেছে না, কেহ বা অনুমান ও তর্কের উপর নির্ভর করিয়া কিয়ৎ পরিমাণ আমার স্বরূপ নির্ণয়ে কৃতকার্য্য হইতেছে। আমার পশ্চাতে কি আছে, জানিবার জন্য মানব মাত্রেই ব্যাকুল। আমি জীবগণকে কোথায় লইয়া যাই, কেহ জানে না। মানব বহু বিষয় জ্ঞানায়ত্ত করিয়াছে এবং রহস্যময় বিশ্বের বিস্তর গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, সত্য বটে; কিন্তু আমার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারে নাই; বস্তুতঃ আমার নিকট মানবের অভিমান ও দর্প চূর্ণীকৃত হইয়াছে। আমি নিরবয়ব; আবার কাহার নিকট কোন্ আকারে উপস্থিত হইব, তাহা কে বলিতে পারে? আমার আকার ধারণের সীমা নাই, আমি বহুরূপ; জীবনান্তে কি হয়,

মানব জীবিত সত্ত্বে কদাপি জানিতে পারে না। আজি কালি সভ্য জগতে কেহ কোন অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে বা নূতন ঔষধ প্রকাশ করিলে সংবাদ-পত্রে তাহার বিজ্ঞাপনের বাড়াবাড়ি দৃষ্ট হয়; কিন্তু আমার অধিকারমধ্যে আদৌ বিজ্ঞাপন নাই; কোটি কোটি জীব লীলাসম্বরণের সহিত আমাকে অতিক্রম করিতেছে; কিন্তু তাঁহাদের বিজ্ঞাপন দিবার ক্ষমতা নাই। আমি তাহাদিগকে এমন এক অবিদিত অনবলোকিত গুপ্ত স্থানে প্রেরণ করি, যে সে স্থান হইতে কাহারও প্রত্যাগমনের উপায় নাই।

আমি মৃত্যুরাজের এবম্প্রকার অনুকম্পাপূর্ণ বচন-পরম্পরা শ্রবণে পুলকাশ্রুপূর্ণ নয়নে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলাম; হে লীলাময়, তোমার লীলা মানবের অনবগম্য। তুমি ক্ষণমধ্যে সহস্র সহস্র জীবকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত কর। তুমি একাকী এই অসীম বিশ্ব-সংসারে বাহকের কার্য্য করিতেছ। তোমার কৌশল ধন্য, শক্তি অনন্ত। যাঁহার শক্তিবলে এতাদৃশ অসীম

অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরিশাসিত হইতেছে; যাঁহার প্রভাবে জড়মধ্যে চেতনা সঞ্চারিত হইয়া নানা জীবের উৎপত্তি করিতেছে; যিনি ঐ সকল অসংখ্য প্রাণীর আহারের সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন; তাদৃশ মহাশক্তি-সম্পন্ন মহীয়ান্ প্রভুর ভৃত্য হইয়া তোমার শক্তি অনন্ত না হইলে তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য তোমার কর্ত্তৃক কিপ্রকারে সংসাধিত হইবে? হে মৃত্যো! তুমি সমাজকে শান্তিময় রাখিয়াছ, তোমার চিন্তা মানবকে মুহূর্ত্তমধ্যে পবিত্রমনা করিয়া তুলে; কিন্তু অপার-মহিম অনির্ব্বচনীয়-শক্তি-সম্পন্ন অনাদি অনন্তদেব অখিলেশ্বরই জানেন যে কেন এই চিন্তা সত্বর তিরোধান প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি তোমার চিন্তা সর্ব্বদা মানব-মনে বিরাজমান থাকিত, তাহা হইলে মানব-চিত্ত ঔদাস্য প্রাপ্ত হইত এবং চির-প্রবহণশীল সংসার-স্রোত আর প্রবাহিত হইত না। এই হেতু বোধ হয় যে, তোমার চিন্তা সময়ে সময়ে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিবার জন্য চিত্ত-পথে উপনীত হয় যে, হে ভ্রান্ত জীব! হে সংসার-প্রেমোন্মত্ত জীব! তোমরা দারা, পুত্র, পরিবার

প্রভৃতির অসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ; কিন্তু এই ধরণী, যাহাকে চিরবাসস্থান বলিয়া মনে করিতেছ, ইহা কখন যে ত্যাগ করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই জীবন পদ্মপত্রস্থিত অম্বুবৎ চঞ্চল; এবং জলধিসমুৎপন্ন জলবুদ্বুদ সদৃশ অস্থায়ী ও ক্ষণবিধ্বংসী। এই হেতু এই মরজীবনে স্বীয় সমাজে এরূপ সৎকার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হও যে, যাহাতে এই অনিত্য জীবনের নিত্যত্ব সম্পাদিত হয়।

ভগবন্! গুণবান্‌কে গুণোচিত পুরস্কার প্রদান করিতে এবং নির্গুণকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভ্রান্তিকূপে নিক্ষেপ করিতে আপনার তুল্য ন্যায়বান্ পুরুষ আর কে আছে? দীর্ঘকাল গত হইয়াছে, মহাকবি সেক্ষপিয়ার চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়া চির-শান্তি উপভোগ করিতেছেন, যদিও তাঁহার ভৌতিকদেহ সাধারণের দর্শন-পথ হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত; তথাপি তাঁহার কীর্ত্তিময় দেহ জড়জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। আহা! কালপুরুষের রাজ্য কেবলমাত্র ন্যায়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি

কীর্ত্তিমান্ সেক্ষপিয়ারের স্মৃতির লোপ না করিয়া স্বকীয় মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাকবি ভারতগৌরব বাগ্‌দেবী-তনয় কালিদাস আজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত; কিন্তু তথাপি সেই অদ্বিতীয় উপমা-প্রদর্শক প্রাচীন কবি যেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নেত্রপথে অনুক্ষণ বিরাজিত রহিয়াছেন। অবনীমণ্ডলে এমন স্থান কোথায় আছে, যে যেখানে তাঁহার সুনাম প্রতিধ্বনিত না হইতেছে? প্রভো! আপনার কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বতোভাবে অভ্রান্ত হইলেও একস্থানে আমার সন্দেহ ঘটিতেছে। আপনি কত কালিদাস, কত নিউটন, কত নুরজেহান, অকালে গ্রাস করিতেছেন। যে সকল লোচনানন্দদায়ক কোরক হইতে পরিণামে সুগন্ধিপুষ্প-সমূহের উদ্গম হইবে এবং যে সমস্ত পুষ্পবংশের কল্যাণে ভাবী সুদিব্য সুস্বাদু ফল সকলের উৎপত্তি হইবে, আপনি কি জন্য সেই সকল কোরকচ্ছেদন করিয়া কলঙ্ক কালিমায় কলঙ্কিত হন, তাহা আমি সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

ধর্ম্মরাজ মদীয় বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্যোৎফুল্ল বদনে কহিলেন, বৎস! তুমি এখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পার নাই; উহা অতি দুরূহ, সহজে আয়ত্ত করা যায় না। এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাবেই তুমি অকাল মৃত্যু দর্শনে আমার কার্য্যকলাপের প্রতি পুনঃ পুনঃ দোষারোপ করিতেছ। জগৎ-পাতা জগদীশ্বর বিশ্ব সংসারের সকল ব্যাপারের একমাত্র নিয়ন্তা। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কাল তাঁহারই শাসনে সংযত থাকিয়া নিখিল বিশ্বরহস্যের হেতুভূত হইয়া রহিয়াছে; যিনি এই নিগূঢ় রহস্যোদ্‌ঘাটনে সক্ষম, তিনিই ধরাধন্য তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ। এক্ষণে তোমাকে ঐ দুর্ব্বোধ রহস্যের কথঞ্চিৎ ভাবমাত্র বুঝাইবার জন্য একটী অতি বিশদ দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি; শ্রবণ কর।—

"কোনও জনশূন্য ভীষণ অরণ্য মধ্যে একটী উপত্যকা প্রদেশ। উহার সমীপে নির্ঝরবাহিনী দ্রুতগামিনী স্রোতস্বিনী কল কল স্বনে প্রবাহিত হইতেছে; অদূরে শাল, তাল, তমালাদি নানাবিধ পাদপ বিরাজিত থাকায় ঐ নির্জ্জন ভূমিকে অপূর্ব্ব

রমণীয় শোভায় শোভিত করিয়াছে। কুটিল-স্বভাব মানবজাতির অনধ্যুষিত সেই পবিত্র প্রদেশ নর-পদাঙ্কে কলঙ্কিত নহে। তথায় রাজকীয় অত্যাচার, প্রিয়-বিরহ-সমাচার, মণিমাণিক্য হীরকাদি শোভো-দ্দীপক দ্রব্য-সম্ভার, যুদ্ধ বিগ্রহাদি অশেষ দোষাকর ব্যাপার এ সকলের নাম মাত্র নাই। বায়ু শন্ শন্ শব্দে বৃক্ষপত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; যেন পবনদেব নবপদাঙ্কিত প্রদেশের অত্যাচার-কাহিনী পাদপ সমূহের কাণে কাণে কহিতেছেন। সেই ঘনসন্নিবিষ্ট বিটপিরাজী-পরিপূর্ণ অরণ্যানী-মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ বিকীর্ণ না হইয়া নিম্ন-গামিনী প্রবাহিণীর স্বচ্ছ সলিলে পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে; তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন বিশ্ব-প্রকাশক তপনদেব এবং কুমুদিনীকান্ত নিশাকর চন্দ্র ইহারা দুই জনে পাপপরিপূর্ণ জনাকীর্ণ জনপদসমূহ পরিভ্রমণপূর্ব্বক আগমন করায় আপনাদিগকে অশুচি বোধ করিয়াছেন; তজ্জন্যই বুঝি অগ্রে সলিলমধ্যে নামিয়া স্ব স্ব পবিত্রতা সম্পাদনে রত হইয়াছেন। বলিতে কি, এরূপ

পাপস্পর্শশূন্য পবিত্রতাময় প্রদেশ পৃথিবীতে অতি দুর্লভ। এবম্প্রকার মনোহর উপত্যকা প্রদেশে এক সংসার-বিরত সংযত তপস্বী পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার প্রশান্ত চিত্তফলকে সংসারের কোনও ভাব প্রতিফলিত হইত না। তিনি রোগ-শোক-বিবর্জ্জিত, দ্বেষ-হিংসা-বিরহিত, মায়ামোহাতীত অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ, সর্ব্বদা ঈশ্বরপ্রেমে নিমগ্ন থাকিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন। কিন্তু স্বভাবকুটিল দ্বেষ-বহুল মানবের অনধিগম্য স্থান নাই; কি ভীষণ তরঙ্গমালাসমাচ্ছন্ন তিমিনক্রপরিপূর্ণ মহাসাগর, কি নীলবর্ণ সুষমাকীর্ণ আকাশপ্রদেশ, কি পাদপ-বিরাজিত নিস্তব্ধ প্রশান্তভাবশোভিত বনভূমি, সর্ব্বত্রই মানবের নিত্য অধিকার। অচিরে কতকগুলি নিরীশ্বরবাদী ঘোর বিবাদী কাপুরুষ সেই বনবাসী যথার্থতত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের পার্শ্বে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রশান্ত চিত্ত-সাগরে সংশয়-লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। আজ প্রশান্ত সমুদ্রের স্থির জল আলোড়িত হইল। কূটতর্কী নাস্তিকগণ মহাপুরুষকে

সম্বোধন করিয়া বলিল, মহানুভব! আপনি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া এই বনবিভাগে একাকী বসিয়া কত কষ্টে কালযাপন করিতেছেন, সেই ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালী বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ নহে। দেখুন চার্ব্বাক প্রভৃতি মহামনীষাসম্পন্ন ঋষিগণ আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নাই। ভগবন্! আপনি আমাদের বহুশাস্ত্রমথিত সাংখ্যযোগানুমোদিত বচনাবলীর সারবত্তা প্রণিধান করুন। আমরা ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারের আবশ্যকতা দেখি না। যদি কেহ তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে ঈশ্বর কেমন আমোদপ্রিয় ও অব্যবস্থচিত্ত। তিনি আজ গড়িতেছেন, কাল ভাঙ্গিতেছেন। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোম ও গ্রীস ভূমণ্ডলের শীর্ষস্থানীয় ছিল; আবার সেদিন দিল্লী নগরীর দুর্দ্দম্য প্রতাপে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, আজ আর সেই সকল স্থানে কিছুই নাই। এই সকল ব্যাপার যদি ঈশনির্দ্দিষ্ট নিয়মে সংঘটিত হইতেছে; তবে অবশ্যই স্বীকার্য্য যে জগদীশ্বর ক্রীড়াকৌতুক-

প্রিয়। যদি তিনি ক্রীড়াপরায়ণ হন, তবে সৃষ্ট-জীবেরও সেইরূপ মতি গতি হওয়া একান্তপক্ষে কর্ত্তব্য। গুরু যেরূপ, তাঁহার শিষ্য কেননা সেরূপ হইবে? অদ্য একটী শিশু জন্মগ্রহণ করিল, কল্য মরিয়া গেল—ইহা যদি ঈশ্বরের কার্য্য হয়, তবে তিনি অব্যবস্থচিত্ত, সুতরাং মানুষও চঞ্চলচিত্ত হইলে কোনও দোষ ঘটে না; অতএব আমাদিগের অনুরোধ, আপনি সমাধিভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করুন; তাহাতে আপনাকে উপস্থিত প্রমাণ-পরম্পরানুসারে অব্যবস্থচিত্ততা দোষে দোষী হইতে হইবে না। কূটকর্ম্মী কপটধর্ম্মী নাস্তিকগণ সেই তত্ত্বপরায়ণ মহাপুরুষের নিকট এবম্প্রকার অসার তর্কসমূহ উত্থাপিত করিলে মহর্ষির মন বিচলিত হইল; তিনি সমাধি ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং একাকী বিষণ্ণ মনে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস শূন্যমনে হতাশ অন্তঃকরণে ভ্রমণের পর অপর এক মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দ্বিতীয় মহাপুরুষ তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে

কোনও নির্জ্জন বনে সমাধি স্থাপন পূর্ব্বক তিনি সতত ঈশ্বরচিন্তায় রত থাকিতেন; একদিন কয়েক জন তর্কপ্রিয় বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক আসিয়া জগদীশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে আমার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত করিয়া দিল; তাহারা সকলে একবাক্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিল না; আবার বলিল, যদি কল্পনা দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়, তবে সেই ঈশ্বর ক্রীড়াকৌতুকপ্রিয় এবং অব্যবস্থ-চিত্ত। পরাৎপর জগদীশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ দোষা-রোপ করায় আমার মন সন্দেহ-জলধি-জলে ভাস-মান; কি করি, কোথা যাই, ইহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারায় আমি অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছি।

দ্বিতীয় মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, অহো! এই সংসারে সৎপথের বড়ই কণ্টক। সুগন্ধ গোলাপ ফুল তুলিতে গেলে অগ্রে কণ্টক ভোগ করিতে হয়; দেবদুর্লভ পদ্মপুষ্প উত্তোলনে পঙ্কিল সলিলে নামিতে হয়; আবার মধু আহরণে মধুমক্ষিকার দংশন সহ্য করিতে হয়। ঈশ্বর

আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে জগৎ-রহস্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করুন।

যে প্রকার সচেতন প্রবাল কীট হইতে অচেতন দ্বীপ হয়, সেইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে এই অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্রহ্মাণুর যোগ-বিয়োগে এই অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ব রচিত হইয়াছে, উহা চেতন; তজ্জন্য জ্ঞানীরা এই বিশ্বকে চেতন দেখিতেছেন; আর মূর্খেরা স্থূল দৃষ্টি দ্বারা এই বিশ্বকে অচেতন দেখিতেছে। যেমন পৃথিবীর গতি থাকিলেও অজ্ঞেরা পৃথিবীকে গতিহীন দেখে, সেইরূপ অজ্ঞান ব্যক্তি উপাদান কারণ দেখিতে না পাওয়ায় এই বিশ্বকে অচেতন দেখিতেছে। কিন্তু যোগাভ্যস্ত পুরুষ অর্থাৎ যোগীরা উপাদান কারণ বুঝিতে পারায় বিশ্বকে চেতন দেখিতেছেন। যেরূপ তরল জল জমিয়া বরফ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাণুর অধ্যাসে এই স্থূল জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। বরফ যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণু ভিন্ন আর কিছুই নহে। শীতপ্রধান দেশের সমুদ্রে বরফ নানা আকারে

সংগঠিত হয়; কোনটী স্তম্ভাকারে, কোনটী দণ্ডাকারে, কোনটী বা রথের চূড়ার ন্যায়; উহারা সকলেই জল, উত্তাপপ্রভাবে পুনরায় জলে পরিণত হয়। এই বিশ্ব-রহস্যে কোনও ব্রহ্মাণু পুত্রাকার, কেহ বা কলত্রাকার, আবার কেহ বা দৌহিত্রাকার, ধারণ করিয়াছে। উহারা ব্রহ্মাণু ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই ব্রহ্মাণু ব্রহ্মাণুতে বিলীন হওয়ার নাম মৃত্যু। যেরূপ বরফখণ্ড বিগলিত হইয়া জলে পরিণত হইলে কাহারও শোকের কারণ লক্ষিত হয় না; তদ্রূপ প্রিয়বিরহে শোকপ্রকাশ মূঢ়তার কার্য্য মাত্র। সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, "বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে। যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হ'য়ে সে মিশায় জলে।" উক্ত সাধকের এই সারগর্ভ বাক্য উল্লিখিত দৃষ্টান্তের সর্ব্বতোভাবে পরিপোষক।

এই পৃথিবীর সকল স্থানে একই সময়ে শীত বা গ্রীষ্মের আধিক্য হয় না, অর্থাৎ যখন কোনও স্থানে প্রবল শীত, অন্য স্থানে তখন অতীব গ্রীষ্ম।

গ্রীষ্মাতিশয্যে এক স্থানের বরফ রাশি দ্রবীভূত হইয়া জলরূপে পরিণত হইলেও অন্য স্থানের (যে স্থানে তখন শীত) জলরাশি শৈত্যপ্রভাবে জমিয়া কোথাও বা গৃহের ন্যায়, কোথাও বা মন্দিরের ন্যায়, কোথাও বৃক্ষের ন্যায়, পড়িয়া সে স্থানকে যেন তুষারনগররূপে পরিণত করে। এই সকল দেখিলে অবশ্যই প্রতীত হয় যে, জলীয় অণুর সংযোগবিয়োগে এক স্থানের তুষারনগর ভাঙ্গিল, কিন্তু অন্য স্থানে উহা পুনর্নির্ম্মিত হইল। এক্ষণে বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রহ্মাণুর সংযোগবিয়োগে রোম নগরী ভাঙ্গিল; দিল্লী তাহার স্থান পূরণ করিল; পুনশ্চ দিল্লী ভাঙ্গিল, অন্য একটী নগর নির্ম্মিত হইল। ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি কৌতুকপ্রিয়তা, অব্যবস্থচিত্ততা প্রভৃতি দোষারোপ করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য।

এই সংসার একটী পাগ্‌লা-গারোদ। যেমন পাগ্‌লা-গারোদে পাগল থাকে, সেইরূপ এই সংসারের প্রায় সকল লোকই পাগল। পাগল যেমন অসময়ে কাঁদে, হাঁসে, অসংলগ্ন বাক্য বলে

ও কার্য্য করে, তদ্রূপ এই জগতের মনুষ্যমাত্রেই আপনাকে না জানিয়া আশ্চর্য্যের সহিত পাগল ও নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার শাস্ত্রে অস্ত্র বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। মনুষ্যগণ ঐ সকল অস্ত্রে আহত হইলে, উন্মত্ত ও অচেতন হইয়া কখন শয়ন, কখন লম্ফন, কখন বমন, কখন রোদন, কখন বা হাস্য করিয়া থাকে। যেমন পাগলা-গারোদে কেবলমাত্র পাগল থাকিলেও তাহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য দুই চারিজন প্রকৃতিস্থ লোককে থাকিতে হয়, এই সংসারের সমস্ত লোক পাগলা হইলেও তাহাদিগকে অজ্ঞা-নান্ধ-কূপ হইতে তুলিবার জন্য দুই চারিটী সাধু-পুরুষ বিদ্যমান আছেন।

মনে করুন, একটী কূপের নিকটে বিশ ত্রিশটী বালক দণ্ডায়মান থাকিয়া পরামর্শ করি-তেছে যে, এস ভাই, কে কত শীঘ্র কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে পারে। এ সময়ে যদি আপনি তথায় উপস্থিত থাকেন, তবে আপনি কি করেন?

এতচ্ছ্রবণে প্রথমোক্ত তপস্বী উত্তর করিলেন, আমি উহাদিগের মধ্যে যতগুলিকে পারি, ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি।

তখন শেষাগত প্রকৃত মহাপুরুষ বলিলেন যে, সংসারে যে দুই চারিটী সাধুপুরুষ আছেন, তাঁহাদিগের কার্য্য ঐরূপ। কেননা, যখন পৃথিবীর সকলেই অজ্ঞানান্ধকূপে ডুবিয়া মরিতেছে, তখন তাহাদের মধ্যে যে দুই চারিটীকে বাঁচাইতে পারা যায়, তাহাই মঙ্গল। আপনি যথার্থ সৎপথে যাইতে যাইতে সংসারচক্রে ভ্রমান্ধকারে পুনরায় নিমগ্ন হইতে যাইতেছেন, তজ্জন্যই আমার আগমন। আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হউন, ঈশ্বরে ও তাঁহার রহস্যময় কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করুন, অন্তিমে সফল-মনোরথ হইবেন।

তপস্বী কহিলেন, ভগবন্! আপনার সদুপদেশ শ্রবণে চরিতার্থ হইলাম। আপনি বলিলেন, ব্রহ্ম এক এবং ব্রহ্মাণু হইতে জগৎ সমুৎপন্ন। অণু তো নিরবয়ব; তজ্জন্য শাস্ত্রে তাহাকে শূন্যাণু

বলে। শূন্যাণু হইতে কিরূপে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয়? এবং ব্রহ্ম এক; তবে কিজন্য দেব, দেবী, অবতার, যোগসাধন ও তপস্যা স্বীকার করিতে হয়?

মহাপুরুষ সহাস্যবদনে বলিলেন, এ সকল কথা অবশ্য জিজ্ঞাস্য বটে। ব্রহ্ম এক এবং শূন্যাণু হইতেই জগৎ সমুৎপন্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি এই দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি যে একমাত্র মৌলিক একক "১" ও সেই এককের সাপেক্ষ শূন্য "০" মাত্র দ্বারা সমস্ত গণিত বিজ্ঞান শাস্ত্র কেমন আশ্চর্য্য প্রকারে সংগঠিত হইয়াছে। দুইটী একক একত্রে মিলিত হইয়া "দুই," তিনটী একক একত্রে মিলিত হইয়া "তিন" ইত্যাদি এবং এককের পর শূন্য দিলে "দশ" ও তাহার পর শূন্য দিলে "শত" ইত্যাদি। যদি গণিতবেত্তাগণ কেবল রাশিগুলির সত্তা স্বীকার করিয়া রাশিগুলির যোগ বিয়োগ গুণ ভাগাদি হইতে সমুৎপন্ন অনুপাত, সমানুপাত, করণী প্রভৃতি স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা গণিত বিজ্ঞান পাঠের সুমধুর

ফল হইতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত থাকিতেম। ঈশ্বর বিষয়েও ঠিক এইরূপ অর্থাৎ যেমন মৌলিক এক ও শূন্য হইতে সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাগ ও অনুপাতাদি অশেষ হিতকর বিষয় সকল বহির্গত হইয়াছে, সেইরূপ উপাসকদিগের হিতার্থে এক ঈশ্বর হইতে নানা দেব, দেবী, তাঁহাদের অবতার ও সাধন-প্রণালী বহির্গত হইয়াছে; ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ও প্রতিপাল্য। স্বীকার না করিলে নাস্তিকতা-দোষে দোষী হইতে হয়, আর পালন না করিলে ঐকান্তিক মনোরথ সিদ্ধ হয় না।

(তপস্বী)। ঐকান্তিক মনোরথ কি?

(মহাপুরুষ)। ঈশ্বর প্রাপ্তির নাম ঐকান্তিক মনোরথ।

(তপস্বী)। উহা ত কঠিন ব্যাপার নহে। মন দিয়া ঈশ্বরকে ডাকিলেই মনোরথ সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রেও আছে, "হরের্নামৈব কেবলম্"।

(মহাপুরুষ)। না না, উহা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মন দিয়া ডাকিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যেমন তুমি যদি মন দিয়া বলিতে থাক যে,

অমুক ব্যক্তি মরুক, তাহাতে সে যেমন মরে না, তেমনই মন দিয়া ঈশ্বরকে ডাকিলেও ঈশ্বরত্ব লাভ হয় না। শাস্ত্রে আছে যে, "হরের্নামৈব কেবলম্"। ইহা সত্য বটে, কিন্তু সাধারণে উঁহার তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই শাস্ত্র-বাক্য যেন সত্য হইতেছে না এইরূপ প্রতীত হয়। দেখুন, মন দিয়া হরি হরি বলিয়া ডাকিলেও হরির দয়া হয় না; ইহাতে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য মিথ্যা বলিয়া সকলের বোধ হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবপক্ষে, তাহা নহে। ঐ মহাবাক্যের অর্থ অন্যরূপ; "হরের্নামৈব কেবলম্" অর্থাৎ কেবল নামক কর্ম্মই হরিনাম। এই কেবল নামক কর্ম্ম দ্বারা সমাধি হইলে সেই সমাধি-অবস্থাতে হরি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ হরণ করেন; তজ্জন্য তাঁহাকে হরি-নামে অভিহিত করা যায়। ইহাই ঐ মহা-বাক্যের প্রকৃতার্থ। (মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব-৩৪৩ অধ্যায়)।

কেবল মুখে হরি হরি বলিলে হরি পাওয়া যায় না। প্রথমে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান অর্থাৎ শুনা গেল

যে হরি আছেন, এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পর অনুরাগ; অর্থাৎ ধারাবাহিরূপে হরিকে জানিবার ইচ্ছার নাম অনুরাগ; এই অনুরাগের পর হরি কোথায় আছেন, কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহার অভিসন্ধির নাম আসক্তি; এই আসক্তির পর কার্য্য অর্থাৎ হরিকে জানিবার উপায় জানিয়া তাহা করা; এই কার্য্যের নাম কেবল নামক কর্ম্ম। যেমন কুঠার বলিলে কাষ্ঠ-ছেদনের অস্ত্রমাত্র বুঝায়, মুখ কাটিয়া যায় না; সেইরূপ কেবল মুখে হরি বলিলে হরিকে পাওয়া যায় না এবং ত্রিতাপেরও নাশ হয় না।

সিদ্ধ মহাপুরুষ কবিরও একটি ভজনে বলিয়া গিয়াছেন যে,

"মসজিদ ভিতর মুলনা টের তেরা সাহেব কেয়া বয়রা হায়।
চিউটি কো পগ গায়েল বাজে উয়োবি সাহেব শুনতা হায়॥"

অর্থাৎ মসজিদ মধ্যে তুমি চীৎকার করিতেছ, তোমার ঈশ্বর কি বধির হইয়াছেন? ঈশ্বর যে পিপীলিকার পায়ের অতি মৃদু শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পান। যখন তিনি ঐ মৃদু শব্দ শুনিতে পান, তখন

চীৎকারের আবশ্যকতা কি? স্থির মনে ঈশ্বরকে ডাকিলেই যে তাঁহার দর্শনলাভ হয়, তাহা নহে; কেননা তাঁহাকে না চিনিলে তিনি কাহাকেও ভব-সমুদ্রে পার করেন না। ভক্তি, জ্ঞান ও সমাধিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়; তখন তিনি সদয় হইয়া জীবকে ভবসমুদ্র পার করেন।

মহাপুরুষ এইরূপ উপদেশ প্রদানানন্তর অন্তর্ধান হইলেন; তপস্বীও স্বকীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ববৎ সমাধিকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! তত্ত্বার্থ উপলব্ধির নাম জ্ঞান। জ্ঞানই মোক্ষ-লাভের কারণ, জ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য জন্মমৃত্যু-রূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যেন যমরাজ আমার নিকট এইরূপ তত্ত্ব-কথাসমূহ বর্ণন করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিবা-মাত্র আমি বিনীতবচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-লাম, ভগবন্! আপনি যে দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন;

তচ্ছ্রবণে বুঝিলাম যে, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পূজা, নামাজাদি ঈশ্বরোপাসনা সর্ব্বৈব মিথ্যা; সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়া যোগসাধনে নিযুক্ত থাকা মানবের পরমার্থপ্রাপ্তির প্রশস্ত উপায়।

ধর্ম্মরাজ উত্তর করিলেন, না না, বৎস, তুমি বুঝিতে পার নাই। অগ্রে সর্ব্বত্যাগী হইবার উপযুক্ত না হইয়া সহসা সংসার ত্যাগ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; এবং অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি-মহিমা সমাহিত হয় না; তজ্জন্য উহা মহীয়ান্ মহেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। বৎস, পরিদৃশ্যমানা প্রকৃতি একখানি বিচিত্র গ্রন্থ স্বরূপ। মন দিয়া উহার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্বেশ্বরের মনোগত অভিপ্রায় অনেকাংশে প্রতীত হয়। দেখ, শীতাবসানে গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মাবসানে শীত হয়, সত্য বটে; কিন্তু সহসা প্রখর শীতের পর গ্রীষ্মাতিশয্য বা উৎকট গ্রীষ্মের পর ভয়ঙ্কর শীতাতিশয্য ঘটে না, ঘটিলে সৃষ্টিক্রিয়া রক্ষিত হইবে না বলিয়াই জগৎপাতা জগদীশ্বর অল্পে অল্পে উহাদের আবির্ভাবের ও তিরোধানের ব্যবস্থা করিয়া

রাখিয়াছেন এবং সঙ্কেতে সর্ব্বত্র এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, বিচারশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ মানব স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিয়োজিত হউক। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য,. বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস সকলেরই এই চারি আশ্রম পতিপাল্য। যেমন অগ্রে বর্ণপরিচয় না হইলে ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে পারা যায় না ও যেমন ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাবে কাব্যালঙ্কারে ব্যুৎপত্তি জন্মে না ; তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে গার্হস্থ্য, ও গার্হস্থ্যের অপালনে বানপ্রস্থাদির অনুষ্ঠান হয় না।

অনাদি অনন্ত পুরুষ মানবকে চিন্তাশক্তি প্রদান করিয়াছেন ; সেই চিন্তাশক্তির পরিচালনে করুণাময়ের অভিপ্রায় এবং সৃষ্ট জীবের পরিণাম সম্বন্ধে সমস্ত নির্ণীত হয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মানব চিন্তাবৃত্তির পরিচালনে পরাঙ্মুখ ; পূর্ব্বকালীন মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ কোন্ উদ্দেশ্যে কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ; তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না, কেবল পরম্পরাগত কর্ত্তব্যমাত্র বোধে প্রায় সমস্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ;

এই সকল কারণেই যাগ যজ্ঞ ব্রত উপাসনা প্রভৃতি নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। পূজা প্রকরণে যে ন্যাস বা প্রাণায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে,উহা ভাবী কালের যোগ সাধন শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ। সাময়িক ব্রত দ্বারা চিত্ত-সংযমন অভ্যস্ত হইতে থাকে। এই সকল নিগূঢ় তাৎপর্য্য কেহ বুঝে না। সুতরাং কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। এ বিষয়টী আর একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

কোনও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী দুষ্ট-প্রকৃতির বিড়াল ছিল। উক্ত ব্রাহ্মণ পূজা বা শ্রাদ্ধের দিবস নানাবিধ উপাদেয় উপকরণ সমভি-ব্যাহারে দেবকার্য্য কিম্বা পিতৃ-ক্রিয়া করিতে বসিলেই বিড়ালটী ঐ সকল ক্ষীর-সংস্পৃষ্ট মিষ্টান্নাদি উপচার দ্রব্য নষ্ট করিয়া দিত। তজ্জন্য ঐ জ্ঞানবান্ দ্বিজপ্রবর বিড়ালটীকে একটী গোঁজে বাঁধিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। পিতৃ-দৃষ্টান্তানু-সারে ঐ ব্রাহ্মণের পুত্রগণও ঐরূপে শ্রাদ্ধ ও পূজা প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে

বিড়ালটী মরিয়া গেলে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্র ও পৌত্রগণ কৌলিক আচার বোধে অন্যের বাটী হইতে বিড়াল আনিয়া গোঁজে বাঁধিয়া পূজাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণ-তনয়গণ পূজাদিকার্য্যে যেমন ভ্রমে পতিত, তোমরাও সেইরূপ সমস্ত পরমার্থকার্য্যে ভ্রমান্ধকারে নিমগ্ন। পূজার সময় ন্যাস করিতে হয়, কর, কিন্তু কি জন্য কর, তাহা ভাবিয়া দেখ না। নাকে হাত দিলে ন্যাস হয় না। আমি বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি শ্রবণ কর।

শাস্ত্রে বায়ুকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে, "নমস্তে বায়ু ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মমাসীৎ, ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি" ইত্যাদি অর্থাৎ হে বায়ো! তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, আমি তোমাকে নমস্কার করি ইত্যাদি।

ক্রিয়া দ্বারা এই বায়ুকে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত চালনা করিবার ক্ষমতা জন্মিলে ব্রহ্মলাভ হয়। যোগসিদ্ধ সাধুপুরুষগণ ব্রহ্মবিদ্যাবলে এই

পরম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যে মানব-জীবের শরীর মধ্যে ছয়টী পদ্ম বা চক্র আছে; উহাকে ষট্‌চক্র বলে। পদ্ম শব্দের অর্থ বায়ু যাইবার পথ। আমরা পিচকারীতে জল টানা ও ফেলার ন্যায় শ্বাস টানিতেছি ও ফেলিতেছি। পিচকারী দিয়া বেগে জল বাহির হওয়ার ন্যায় শ্বাস ফেলিবার সময় শরীরস্থ রস রক্তকে বহন করিয়া সমস্ত শরীরে লইয়া গিয়া থাকে। ইহাতেই জীব বাঁচিয়া থাকে। এই বায়ুর দুইটী ধর্ম্ম। ধর্ম্মানুসারে দুইটী নামও আছে, যথা:—প্রাণবায়ু ও ব্রহ্মবায়ু। প্রাণবায়ুর ক্রিয়া স্বভাবজ; আর ব্রহ্মবায়ুর ক্রিয়া সাধনসাপেক্ষ। এই সাধনের নাম যোগসাধন। উপরে যে ছয়টী পদ্মের বিষয় বলা হইল, তাহাদের নাম, যথা;—মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র, আজ্ঞা চক্র বা সহস্রার চক্র। আজ্ঞা চক্রকে ব্রহ্মরন্ধ্র ও বলে। ব্রহ্মরন্ধ্র শব্দের অর্থ ব্রহ্মে যাইবার পথ। প্রথমোক্ত মূলাধার চক্র হইতে পদ্মে পদ্মে বায়ু উপরে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠে। বায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে

তুলিতে পারিলেই ব্রহ্মলাভ হয়। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ পূজা-কার্য্যে যে ন্যাসাদির ব্যবস্থা আছে, তাহাও এবম্প্রকারে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বায়ু উত্তোলন পূর্ব্বক যে দেবতার পূজা করা হইতেছে তাঁহার দর্শনলাভের উপায় মাত্র। কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নৈবেদ্য ও দক্ষিণাদির বিষয় চিন্তা করণানন্তর নয়ন উন্মীলন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। মুসলমানগণ নামাজের পূর্ব্বে যে আজাম দিয়া থাকেন, উহারও তাৎপর্য্য এইরূপ; অর্থাৎ আজাম শব্দের অর্থ বায়ু প্রবেশ করান। শরীর মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইয়া সেই বায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত চালনা করার নাম প্রকৃত আজাম; শুধু চাৎকার করিলে আজামের প্রকৃত তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয় না বলিয়াই মহানুভব কবির পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যঙ্গ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রমতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান বা ঈশ্বর চিন্তা করিবার ব্যবস্থা আছে; সেই সকল স্থলেও শরীরমধ্যে বায়ু পূরণ পূর্ব্বক পদ্মে পদ্মে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত উত্তোলন করার নাম ধ্যান বা ঈশ্বর চিন্তা। এক্ষণে স্পষ্টই

অনুমিত হইতেছে যে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রমতেই ব্রহ্মলাভের পন্থা এক প্রকার; কেবল তোমরা বুঝিবার দোষে ভিন্ন ভাব দর্শন করিতেছ।

বৎস! উপরে যে ষট্‌চক্রের বিষয় বর্ণিত হইল, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করেন না; তজ্জন্য তোমাকে আর একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন যে, শরীর ব্যবচ্ছেদ করিলে চক্র দর্শন হয় না; সুতরাং তাহার সত্তাও স্বীকার করা যাইতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বুঝিয়া দেখিতে গেলে, সে কোন কাজের কথা নহে; কেন না দুগ্ধে ঘৃত আছে; উহা দর্শনাদি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আবার দুগ্ধ মন্থন করিলে যখন ঘৃত পৃথক্ হইয়া পড়ে, তখন ঐ ঘৃত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্থনদণ্ড দ্বারা দুগ্ধ মন্থন করিলে যেমন দুগ্ধে নবনীত দেখা যায়, সেইরূপ ক্রিয়ারূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা শরীরমন্থনে পদ্ম সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বৎস! এসকল তত্ত্ব কথা অবিশ্বাস করিও না, অবশ্যই তোমার মনোরথ সিদ্ধ

হইবে॥ ধর্ম্মরাজ এবম্প্রকার তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতেছেন, আমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি জাগ্রত হইয়া দেখি, পূর্ব্বোক্ত চিল্কাহ্রদতীরে মাধপপ্রদেশে তৃণ-শয্যায় শয়ান হইয়া রহিয়াছি।